POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023--2025

আল্লাহ্‌র বাণী

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! মদ এবং জুয়া এবং প্রতিমাসমূহ এবং ভাগ্য-নির্দেশক তীরসমূহ একান্ত নাপাক শয়তানী কার্য-কলাপের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তোমরা এইগুলিকে বর্জন কর যেন তোমরা সফলকাম হইতে পার।

(মায়েদা: ৯১)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 10

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 35

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 28 Aug, 2025 4 রবিউল আওয়াল-1447 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

হাদীস শরীফ

*হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণিত হাদীস, একদা কতিপয় আনসার সাহাবী মহানবী (সা.)-এর নিকট কিছু চাইলে তিনি তাদেরকে তা দিয়ে দেন। পুনরায় তারা চাইলে তিনি (সা.) তাদেরকে আবারও কিছু দিয়ে দেন। এভাবে দিতে দিতে তাঁর (সা.) কাছে যা ছিল তা সব শেষ হয়ে যায়। এরপর তিনি (সা.) বলেন, 'আমার কাছে যে সম্পদ থাকে তা তোমাদের না দিয়ে আমি নিজের কাছে জমা রাখি না। তবে যে ব্যক্তি চাওয়া থেকে বিরত থাকে আল্লাহ তাকে দীর্ঘায়ু দান করেন, যে ব্যক্তি পরমুখাপেক্ষী না হয়, আল্লাহ তাকে অভাবমুক্ত রাখেন এবং যে ব্যক্তি ধৈর্যধারণ করে, আল্লাহ তাকে ধৈর্যের উত্তম প্রতিদান দেন। (মনে রাখবে!) ধৈর্যের চেয়ে উত্তম ও বিশাল নেয়ামত কাউকে দেওয়া হয় নি।

মাহদীর নিদর্শন

নিশ্চয় আমার মাহদীর জন্য এমন দুটি লক্ষণ আছে যা আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি অবধি অন্য কারওসত্যতার নিদর্শন স্বরূপ প্রদর্শিত হয় নি। একই রমযানে (চন্দ্রগ্রহণের) প্রথম রাতে চন্দ্রগ্রহণ ও (সূর্যগ্রহণের) মধ্যম দিনে সূর্যগ্রহণ হবে। আর আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি অবধি এ দুটি নিদর্শন কারও জন্য অনুষ্ঠিত হয় নি।

[দারকুতনী, কিতাবুল ঈদাইন, বাব: সালাতুল কুসূফ ওয়াল খুসূফ]

প্রতিবেশীর অধিকার

হযরত আবু যার (রা.) বর্ণিত হাদীস, তিনি (রা.)বলেন, মহানবী (সা.) আমাকে উপদেশ দিয়ে বলেন, "যখনতুমি তরকারী রান্না করবে তখন তাতে ঝোল বেশি দিবে।এরপর তোমার প্রতিবেশীর পরিবার-পরিজনের প্রতি দৃষ্টি রাখবে এবং তা থেকে তাদের জন্য কিছু উপঢৌকনস্বরূপ পাঠাবে।" (সহীহ মুসলিম)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র বাণী

রমযানের রোযা

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন- রমযান মাস অত্যন্ত বরকতময় মাস। দোয়ার মাস।

তিনি বলেন, আমার অবস্থা এই যে, মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে পৌঁছলে তবেই রোযা ত্যাগ করি। রোযা ত্যাগ করতে মন চায় না। এগুলি বরকতময় দিন আর আল্লাহ্ তা'লার কৃপা ও অনুকম্পা অবতীর্ণ হওয়ার দিন।"

সরলতা:

স্মরণ রেখো! যতক্ষণ পর্যন্ত না শিশুসুলভ সরলতা তৈরী হয়, ততক্ষণ মানুষ নবীদের পথ অবলম্বন করতে পারে না।"

জীবনের স্তম্ভ:

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কিছুটা অসুস্থ ছিলেন। তিনি বলেন: "প্রতিটি বস্তুর স্তম্ভ থাকে। জীবন ও স্বাস্থ্যের স্তম্ভ হল খোদা তা'লার কৃপা।"

এক ব্যক্তি বললেন, খ্যাতনামা পুস্তক-বিক্রেতাদের কাছে দূরদূরান্ত থেকে আপনার পুস্তকের চাহিদা আসছে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বললেন- 'আল্লাহ্ তা'লা (আমার অনুকুলে) বাতাস প্রবাহিত করেছেন। মানুষ নিজ নিজ স্থানে সত্যানুসন্ধানে ব্যস্ত। "

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃ: ৮৩-৮৪)

আধ্যাত্মিকতার বীজের জন্যও মানুষকে যাবতীয় বৃথা কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকা প্রয়োজন, অন্যথায় মানুষের আধ্যাত্মিক সৃষ্টি পূর্ণতা পায় না।

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সূরা আল মোমেনুন-এর ১৩- ১৭ নং আয়াত এর ব্যাখ্যায় বলেন- যেভাবে এই সাতটি আধ্যাত্মিক সৃষ্টির ধাপ রয়েছে, অনুরূপভাবে তোমাদের ভৌতিক সৃষ্টিরও বিভিন্ন ধাপ রয়েছে। সর্বপ্রথম আমরা মানুষকে কাদামাটির বৈশিষ্ট্য থেকে সৃষ্টি করেছি। অর্থাৎ সেই খাদ্য থেকে যা মৃত্তিকা থেকে বের হয়। যেমন খাদ্যশস্য, জীবজন্তু এবং উদ্ভিদজগত প্রভৃতি। আধ্যাত্মিক জগতেরও অনুরূপ অবস্থা। অর্থাৎ যেভাবে শুক্রাণু সেই সব খাদ্য থেকে তৈরী হয় যা ভু-পৃষ্ঠ থেকে লাভ হয়। অনুরূপভাবে আধ্যাত্মিকতার বীজও ততক্ষণ তৈরী হতে পারে না যতক্ষণ না মানুষের মধ্যে অনুনয়-বিনয় ও অন্তরে বিগলন সৃষ্টির অবস্থা তৈরী হয় এবং অহংকার এবং দর্পের উপাদান তার মধ্য থেকে অপসারিত হয়। অতঃপর মানুষ যখন সেই খাদ্য গ্রহণ করে যা মাটি থেকে বের হয়, তখন আল্লাহ্ তা'লা সেটাকে শুক্রবিন্দুতে রূপান্তরিত করে এমন এক স্থানে স্থাপন করেন যেখানে তা স্থায়ী হয়। এটি হল দৈহিক সৃষ্টির দ্বিতীয় ধাপ। পক্ষান্তরে আধ্যাত্মিক সৃষ্টিতে وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ রাখা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, যেভাবে শুক্রবিন্দুকে রক্ষা করার জন্য বিভিন্ন প্রকারের সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়, অন্যথায় তা বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে। অনুরূপভাবে আধ্যাত্মিকতার বীজের জন্যও মানুষকে যাবতীয় বৃথা কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকা প্রয়োজন, অন্যথায় মানুষের আধ্যাত্মিক সৃষ্টি পূর্ণতা পায় না। এরপর তৃতীয় ধাপে বলা হয়েছে-আমরা শুক্রবিন্দুকে জমাট রক্তপিণ্ডতে পরিণত করি। আধ্যাত্মিকতার এই পর্যায়ক্রমটির জন্য وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فَاعِلُوْنَ রাখা হয়েছে। অর্থাৎ যেরূপে শুক্রবিন্দু আঁঠালো জমাট রক্তপিণ্ডে পরিণত হয় এবং মাতৃজঠরে স্থাপিত হয়, অনুরূপভাবে আধ্যাত্মিকতার পথে অগ্রসর ব্যক্তি এমন 'মাকাম'-এ পৌঁছে যায় যখন সে মানবজাতির উন্নতির জন্য নিজের ধন-সম্পদ ব্যয় করতে শুরু করে। এরপর মানব সৃষ্টির চতুর্থ ক্রম হিসেবে বর্ণিত হয়েছে যে, জমাট রক্তপিণ্ড একটি মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়। অর্থাৎ জমাট রক্তপিণ্ডে যে অপবিত্রতার লেশ থাকে তা থেকে মুক্তি পায় এবং এই অবস্থাটি বর্ণনা করতে وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حَافِظُوْنَ ব্যবহৃত হয়েছে।অর্থাৎ সে নিজের সকল ছিদ্রসমূহকে রক্ষা করে। এখন তার অস্তিত্ব স্থায়িত্ব লাভ করে যা নিজেকে (অপবিত্র) চিন্তাধারা থেকে রক্ষা করে। পঞ্চম ধাপে বলা হয়েছে, মাংসপিণ্ডের পর দেহে অস্থি গঠন হওয়া শুরু হয়। আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে এর বিপরীতে বলা হয়েছে-তারা নিজেদের আমানতসমূহ এবং অঙ্গীকার সমূহকে রক্ষা করে। অর্থাৎ তাদের মধ্যে এমন আধ্যাত্মিক অবিচলতা তৈরী হয়ে যায় যে, তাদেরকে শত্রুও যদি কোন আমানত রেখে দেয় কিম্বা কোন শত্রু জাতিও তার সঙ্গে কোন চুক্তি করে, তবুও সে আমানত ও চুক্তি রক্ষা করে চলে। কোনও প্রকার দুর্বলতা বা লালসা তার মধ্যে তৈরী হয় না। অর্থাৎ তার সম্পর্কে সকলেই অবগত যে, সুযোগ বুঝে সে নিজের রূপ পরিবর্তন করবে না। বরং নিজের প্রতিশ্রুতি পালনে বদ্ধপরিকর থাকবে। দৈহিক সৃষ্টির ষষ্ঠ ধাপে বলা হয়েছে যে, অস্থিপুঞ্জকে মাংস দ্বারা আবৃত করা হয়। এর বিপরীতে আধ্যাত্মিক ক্রমে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সে নিজের এবং নিজের জাতির নামাযের সুরক্ষা করতে থাকে। অর্থাৎ যেভাবে বহিরাবরণ তৈরী হওয়ার পর গর্ভস্থ শিশুর গর্ভপাত হওয়ার আশঙ্কা অনেকাংশেই দূর হয়ে যায়। অনুরূপভাবে যে সমস্ত মানুষ জাতির মাঝে খোদা তা'লার ইবাদতকে প্রতিষ্ঠিত রাখতে সক্ষম হয়, সে ব্যক্তিগতভাবে কেবল নিজেই রক্ষা পায় না, বরং সমগ্র জাতিকেও রক্ষা করে।

(তফসীরে কবীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ১৩৮)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

জুমআর খুতবা

মহানবী (সা.)-এর মর্যাদা এমন কোনো বিষয় তাঁর প্রতি আরোপ করার চেয়ে বহু উর্ধ্বে, অতি উচ্চ ও মহান। শরীয়ত বিষয়ক দণ্ডবিধি কার্যকর করার ক্ষেত্রে তিনি (সা.) পর্বতসম দৃঢ় ছিলেন এবং এক্ষেত্রে কারো কোনো পরোয়া করতেন না। অবশ্য ক্ষমা ও দয়া করার বেলায় তিনি (সা.) ছিলেন রেশমের ন্যায় নরম ও কোমল। তাঁর মনে কোনো ধরনের দুঃখ কিংবা সংকোচ থাকত না।

মহানবী (সা.)-এর এই বিষয়টি অত্যন্ত প্রশংসনীয় যে, যে মুহূর্তে মক্কাবাসীদের অতীত অত্যাচারের স্মৃতি তাঁকে প্রতিশোধ গ্রহণে প্ররোচিত করতে পারত, (সেই সময়) তিনি তাঁর সৈন্যদের কোনো ধরনের রক্তপাত করতে নিষেধ করেন এবং বিনয় ও আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সম্ভাব্য সকল চেষ্টা করেন। (আর্থার গিলম্যান)

মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে মুহাম্মদ (সা.) তাঁর নবুয়্যতের দাবির সত্যতা প্রমাণ করে দিয়েছিলেন। এই বিজয় কোনো ধরনের রক্তপাত ছাড়াই অর্জিত হয়েছিল এবং মুহাম্মদ (সা.)-এর শান্তিপূর্ণ নীতি সফল হয়েছিল। কয়েক বছরের মধ্যেই মক্কা থেকে মূর্তিপূজা বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং ইকরামা ও সুহায়েলের মতো ঘোর বিরোধীরাও নিষ্ঠাবান এবং ধর্মপ্রাণ মুসলমানে পরিণত হন। (ক্যারেন আর্মস্ট্রং)

আগামী শুক্রবার থেকে (ইনশাআল্লাহ্ তা'লা) আহমদীয়া জামা'ত যুক্তরাজ্যের বার্ষিক জলসা আরম্ভ হতে যাচ্ছে। এর জন্যও দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা যেন নিজ অনুগ্রহে এই জলসাকে বরকতমণ্ডিত করেন এবং প্রতিটি অনুষ্ঠানকে স্বীয় আশিসরাজি দ্বারা কল্যাণমণ্ডিত করেন।

মক্কা বিজয়ের প্রেক্ষাপট ও মহানবী (সা.)-এর অনুপম আদর্শ

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ১৮ জুলাই, ২০২৫, এর জুমআর খুতবা (১৮ ওয়াফা, ১৪০৪ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আজও আমি মক্কা বিজয়ের সম্পর্কে আরো বিস্তারিত ঘটনাবলি বর্ণনা করব।

মহানবী (সা.)-এর মক্কায় অবস্থানকালের বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা এভাবে এসেছে: রসূলুল্লাহ্ (সা.) মক্কায় আগমনের এবং মক্কা বিজয়ের পর মক্কায় কয়েকদিন অবস্থান করেছিলেন, তবে এই অবস্থানের মেয়াদকাল নিয়ে মতভেদ রয়েছে। বুখারীতে হযরত ইবনে আব্বাস হতে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) মক্কায় উনিশ দিন অবস্থান করেছিলেন। তিনি দুই রাকআত নামায পড়তেন, অর্থাৎ কসর করতেন। আর কতক বর্ণনায় আঠারো বা সতেরো এবং পনেরো দিনের উল্লেখও রয়েছে। আল্লামা ইবনে হাজার উনিশ দিনের বর্ণনাকে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য বলে মত দিয়েছেন, কারণ অধিকাংশ বর্ণনায় উনিশ দিনের উল্লেখ রয়েছে। এছাড়া বাকি বর্ণনাগুলোকে এভাবে সমন্বয় করা হয়েছে যে, উনিশ দিনের বর্ণনায় মক্কায় প্রবেশ ও রওয়ানা হবার দিনও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আর যারা সতেরো দিনের কথা বলেছেন, তারা আগমন ও প্রস্থানের উভয় দিন অন্তর্ভুক্ত করেন নি। যেসব বর্ণনাকারী আঠারো দিনের বর্ণনা উল্লেখ করেছেন, তারা তার মধ্য থেকে একটি দিন গণনা করেছেন। আর পনেরো দিনের রেওয়ায়েত বর্ণনাকারীরা সতেরো দিনের রেওয়ায়েত দৃষ্টিপটে রেখে লিখেছেন, এটিই হলো মূল, আর এরপর তা থেকে প্রবেশ ও প্রস্থানের দিন বাদ দিয়ে পনেরো দিনের উল্লেখ করেছেন।

(সুবুলুল হুদা, ৫ম খণ্ড, পৃ: ২৬১) (ফাতহুল বারি, ২য় খণ্ড, পৃ: ৭১৫)

কিছু প্রাচ্যবিদও মহানবী (সা.)-এর মক্কা বিজয় সম্পর্কে তাদের গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। উইলিয়াম মুইর একজন বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ; তিনি স্কটল্যান্ডের বাসিন্দা ছিলেন। মক্কা বিজয়ের উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি তার গ্রন্থ The Life of Muhammad-এ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর উত্তম আদর্শের উল্লেখ করে লিখেছেন, মুহাম্মদ (সা.)-এর অতীতের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করা, [অর্থাৎ (মক্কার) লোকদের সকল অপরাধ ক্ষমা করা] এবং তাদের দেওয়া সকল ছোটো-বড়ো কষ্ট ভুলে যাওয়া আসলে তাঁর (সা.) নিজের স্বার্থের জন্য ছিল। [এই কথা লেখার পর অবশ্য সত্যকে স্বীকার করতেও তিনি বাধ্য হয়েছেন।] তিনি বলেন, কিন্তু এর জন্য একটি বড়ো এবং কোমল হৃদয়ের প্রয়োজন। এতে যদিও তাঁরই সুবিধা হয়েছে যে, তাঁর পৈত্রিক শহরের সব মানুষ তাঁর সাথে যুক্ত হতে থাকে এবং তাঁর উদ্দেশ্যকে একেবারে সানন্দচিত্তে এবং একান্ত নিষ্ঠার সাথে গ্রহণ করে নেয়। আর কয়েক সপ্তাহ পরই আমরা দেখতে পাই, তাদের মধ্য থেকে দুই হাজার ব্যক্তি তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে একান্ত বিশ্বস্ততার সাথে যুদ্ধে অংশ নিয়েছে।

(The Life of Mahomet by Sir William Muir Pg: 425-426, Chapter xxiv London Smith, Elder, &CO.15 Waterloo Place 1878)

একইভাবে উইলিয়াম মন্টগোমরিও লিখেছেন; তিনিও একজন স্কটিশ প্রাচ্যবিদ ছিলেন যিনি ইসলাম ও মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে তার গ্রন্থসমূহে অনেক কঠোর কথা বলেছেন। কিন্তু তার একটি গ্রন্থ রয়েছে- Muhammad at Medina। তাতে তিনি লিখেছেন; [আমি এর অনুবাদ পড়ছি, আগেরটিরও অনুবাদই পড়েছিলাম;] মক্কার নেতাদের মুসলমান হওয়ার জন্য বাধ্য করা হয় নি। [একথা তিনি স্বীকার করছেন।] এই নেতারা এবং অন্য অনেক মানুষ কুফরের ওপরেই প্রতিষ্ঠিত থাকে। সবচেয়ে বড়ো কথা হলো, যে দক্ষতার সাথে তিনি অর্থাৎ মহানবী (সা.) নিজ নেতৃত্বে বিদ্যমান বিশাল দলকে সামাল দিয়েছেন এবং প্রায় সকল ব্যক্তির মাঝে এই অনুভূতি সৃষ্টি করেছেন যে, তাদের সাথে ন্যায়বিচার করা হচ্ছে- এই বিষয়টি ইসলামী সমাজে মতৈক্য, আস্থা এবং উৎসাহ-উদ্দীপনা বৃদ্ধি করেছে, যা অন্যান্য স্থানে বিদ্যমান অস্থি রতার বিপরীত ছিল। এই বিষয়টি নিশ্চয়ই অনেক মানুষের কাছে স্পষ্ট হয়ে থাকবে এবং এটি তাদেরকে মুহাম্মদ (সা.)-এর দিকে আকৃষ্ট করে থাকবে। এই সমস্ত কিছুর মধ্যে একটি বিষয় অবশ্যই প্রভাবশালী এবং সেটি হলো, মুহাম্মদ (স া.)-এর নিজ লক্ষ্য, নিজ অন্তর্দৃষ্টি এবং নিজ দূরদর্শী প্র জ্ঞার প্র তি বিশ্বাস। যখন তাঁর দল ছোটো ছিল এবং নিজেদের সমস্ত শক্তিসামর্থ্য শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ব্যয় করছিল, তখন তিনি একটি ঐক্যবদ্ধ আরবের ধারণার জন্ম দিয়েছিলেন, যা বহির্মুখী উন্নতি লাভ করবে এবং যেখানে মক্কার লোকেরা তাদের পুরাতন বাণিজ্যিক ভূমিকার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ নতুন ভূমিকা পালন করবে। আর এখন প্রায় সবাই, এমনকি সবচেয়ে বড়ো ব্যক্তিরাও তাঁর সামনে মাথা নত করে নিয়েছিল। যথেষ্ট কঠিন পরিস্থিতি সত্ত্বেও, অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোনোক্রমে, কিন্তু প্রায় সবসময়ই পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথে তিনি তাঁর

লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে গেছেন। যদি আমরা এসব ঐতিহাসিক ঘটনার সত্যতার বিষয়ে নিঃসন্দেহ না হতাম, তাহলে খুব কম মানুষই একথা বিশ্বাস করত যে, মক্কার একজন নবী– যাকে নিতান্ত নগণ্য মনে করা হতো– তিনি নিজ শহরে বিজয়ীর বেশে ফিরে আসতে পারেন।

(Muhammad at Medina by W.Montgomery Watt Chapter The Winning of the Meccans Pg 67-68, 70 Ameena Saiyed, Oxford University Press karachi 2006)

আরেকজন প্রাচ্যবিদ হলেন আর্থার গিলম্যান; তিনিও একজন বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ ছিলেন। তিনি আমেরিকার বাসিন্দা ছিলেন। মক্কা বিজয়ের উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি তার গ্রন্থ The Saracens-এ মহানবী (সা.)-এর সাধারণ ক্ষমা, উত্তম আদর্শ এবং সহনশীলতাকে অনুকরণীয় চরিত্র হিসেবে তুলে ধরে লিখেছেন:যখন মুহাম্মদ (সা.) তাঁর সেই উটে আরোহণ করেই শহরে প্রবেশ করেন, যা অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে অন্য বহু উপলক্ষ্যেও তাঁকে একস্থান থেকে অন্যস্থানে পৌঁছে দিয়েছিল, তখন কৃতজ্ঞতার অনুভূতিতে তাঁর হৃদয় ভরে ওঠে। কারণ তিনি রাস্তাগুলো খালি দেখতে পান এবং বুঝতে পারেন, তাঁর অভ্যর্থনা শান্তিপূর্ণভাবে হবে। তাঁর এই বিষয়টি অত্যন্ত প্রশংসনীয় যে, যে মুহূর্তে মক্কাবাসীদের অতীত অত্যাচারের স্মৃতি তাঁকে প্রতিশোধ গ্রহণে প্ররোচিত করতে পারত, (সেই সময়) তিনি তাঁর সৈন্যদের কোনো ধরনের রক্তপাত করতে নিষেধ করেন এবং বিনয় ও আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সম্ভাব্য সকল চেষ্টা করেন। যেমনটি পূর্বে খালিদ বিন ওয়ালিদের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, সেটির উল্লেখ করে তিনি বলেন, এই বিষয়টি সত্য যে, একস্থানে খালিদ শক্তির মোকাবিলায় শক্তি প্রদর্শন করেছিলেন, কিন্তু মুহাম্মদ (সা.) এতে তীব্র অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। এখানে মহানবী (সা.) প্র থম যে কাজটি করেছিলেন সেটি হলো, কা'বাকে মূর্তি থেকে পবিত্র করা এবং এরপর তিনি তাঁর মুয়াজ্জিনকে নির্দেশ দেন, কা'বার ওপর থেকে নামাযের জন্য উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান জানাও, আর একজন ঘোষণাকারীকে (ঘোষণা করতে) পাঠান যেন প্রত্যেক ব্যক্তি তার কাছে থাকা প্রতিমা ভেঙে ফেলে। এরপর তিনি লেখেন, দশ বা বারোজন ব্যক্তি, যারা পূর্বে বিভিন্ন সময়ে অত্যন্ত বর্বর আচরণ প্রদর্শন করেছিল, তাদের শাস্তি প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয় এবং তাদের মাঝে চারজনকে মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এই আচরণকে অন্যান্য বিজয়ীদের আচরণের তুলনায় অনেক বেশি মানবিকতাপূর্ণ বলে অভিহিত করা উচিত; তিনি লেখেন, অর্থাৎ ক্রুসেডারদের (তথা খ্রিষ্টান ধর্মযোদ্ধাদের) অত্যাচারের তুলনায়, যারা ১০৯৯ খ্রিষ্টাব্দে তাদের জেরুজালেম দখল করার সময়ে সত্তর হাজার মুসলিম নারী, পুরুষ ও অসহায় শিশুকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছিল; অথবা ইংরেজ সৈন্যদের কঠোরতার তুলনায়, যারা ক্রুশের ছায়াতলেই যুদ্ধ করেছিল এবং যারা ১৮৭৪ সালের স্মরণীয় বছরে যুদ্ধকালে আফ্রিকায় গোল্ড কোস্টে বিদ্যমান একটি রাজধানী পুড়িয়ে দিয়েছিল। [গোল্ডকোস্ট ঘানার পুরাতন নাম।] মুহাম্মদ (সা.)-এর বিজয় প্রকৃতপক্ষে ধর্মের বিজয় ছিল, রাজনীতির নয়। তিনি সব ধরনের ব্যক্তিগত শ্রেষ্ঠত্বের কথা প্রত্যাখ্যান করেন এবং রাজকীয় আধিপত্যের সমস্ত পদ্ধতি থেকে বিরত থাকেন। আর যখন মক্কার সকল দাম্ভিক নেতাকে তাঁর (সা.) সামনে নিয়ে আসা হয়, তখন তিনি (সা.) তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, তোমরা আজ আমার কাছে কীসের প্রত্যাশা রাখো? তারা বলে, হে আমাদের উদার ভাই, (আমরা) দয়ার প্রত্যাশা রাখি। তখন মহানবী (সা.) বলেন, তাহলে তা-ই হোক। যাও! তোমরা সবাই মুক্ত-স্বাধীন।

(The Saracenes by Arthur Gilman, Fourth Edition, T. Fisher Unwain, London, 1887, Pg.184-185)

আরেকজন প্রাচ্যবিদ হলেন রুথ ক্র্যানস্টন (Ruth Cranston), তিনিও আমেরিকা নিবাসী ছিলেন। তিনি একজন নারী। মক্কা বিজয়ের উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি তার পুস্তক World Faith-এ লেখেন, ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দের শুরুতে একদিন সেই ব্যক্তি, যাঁকে মাত্র দশ বছর পূর্বে ঐ শহর থেকে পাথর মেরে বহিষ্কার করা হয়েছিল আর যাঁকে উপহাসের লক্ষ্যে পরিণত করা হয়েছিল– তিনি তাঁর দশ হাজার অভিজ্ঞ সৈন্যসহ আজ মক্কা নগরীতে প্রবেশ করেন। মুহাম্মদ (সা.) নির্দেশ দিয়েছিলেন, কাউকে যেন হত্যা করা না হয়, নগরবাসীদের সাথে যেন সদয় আচরণ করা হয়। কিন্তু মক্কাবাসীদেরকে সকল প্রকার প্রতিশ্রুতি ও নিশ্চয়তা প্রদান সত্ত্বেও তাঁর সৈন্যদের ওপর আক্রমণ করা হয় এবং মহানবী (সা.)-এর জন্য তাঁর সেনাপতি খালিদ (রা.), যিনি সে সময় বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন– তাকে কঠোর প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। যাইহোক, লেখক এক্ষেত্রে কিছুটা অতিরঞ্জনের আশ্রয় নিয়েছেন। কোনো নিশ্চয়তা প্রদান করা হয় নি, আর সে সময় মক্কাবাসীরাই প্রথমে আক্রমণ করেছিল। যাহোক, (অন্তরের) যে বিদ্বেষ তা কোনো না কোনোভাবে প্রকাশ পেয়েই যায়। এরপর তিনি লেখেন, দুইজন মুসলমান এবং আটাশজন মক্কাবাসী নিহত হয়। এরূপ সময় এবং এরূপ পরিস্থিতিতে যদি অন্য কোনো নেতা সেনাপতির ভূমিকায় থাকতেন, তাহলে কল্পনা করুন– কী পরিমাণ রক্তপাত ও ধ্বংসযজ্ঞ হতো! [এখানে (লেখক) প্রকৃত বিষয় তুলে ধরতে বাধ্য হন।] যখন মুসলমান বাহিনী শহরের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়, তখন মুহাম্মদ (সা.) নিজের পোশাক পরিবর্তন করে সাদা এহরাম পরিধান করেন। তিনি (সা.) হজ্জের নির্ধারিত আনুষ্ঠানিকতা পালন করেন। সাতবার কা'বা ঘর তওয়াফ বা প্রদক্ষিণ করেন। এরপর তিনি (সা.) তাঁর অন্যান্য সাহাবীদের ডাকেন; সেসব সাথিকে, যারা বার বার নিজেদের জীবন বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ে তাঁর (সা.) অভীষ্ট লক্ষ্য পূরণের জন্য বিভিন্ন ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন, যেন তারা এই মহিমান্বিত দিনে এবং তাঁর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে তাঁর পাশে দণ্ডায়মান থাকেন। হুবলসহ ৩৬০টি পাথরের মূর্তি এক এক করে কা'বা গৃহ থেকে বের করা হয় এবং টুকরো টুকরো করে ফেলা হয়। প্রত্যেকটি মূর্তি ভাঙার সময় মুহাম্মদ (সা.) উচ্চৈঃস্বরে বলছিলেন, সত্য এসে গেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে।

(World Faith By Ruth Cranston page 216-217 Skeffington Stratford Place London 1953)

ক্যারেন আর্মস্ট্রং (Karen Armstrong), তিনিও একজন খ্যাতিমান প্রাচ্যবিদ এবং সাধারণত খুবই নীতিবান লেখিকা ছিলেন। তিনি ১৯৪৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইংল্যান্ডের একজন বিখ্যাত পণ্ডিত এবং লেখিকা; তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে লেখালেখির কারণে তার সুখ্যাতিও রয়েছে। তিনি তার Muhammad: A Biography of The Prophet পুস্তকে মক্কা বিজয় প্রসঙ্গে লেখেন: মহানবী (সা.)-এর রক্তক্ষয়ী প্রতিশোধ নেওয়ার কোনো আকাঙ্ক্ষা ছিল না। কাউকে ইসলাম গ্রহণ করার জন্য বাধ্য করা হয় নি আর কারো প্রতি বলপ্রয়োগ করা হয়েছে বলেও মনে হয় না। মুহাম্মদ (সা.) লোকদেরকে বাধ্য করতে চান নি, বরং তাদের মধ্যে শান্তি ও সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। তিনি (সা.) কুরাইশকে অন্যায়-অত্যাচারের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করার জন্য মক্কায় আসেন নি, বরং সেই ধর্মকে নির্মূল করতে এসেছিলেন যা তাদের জন্য ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছিল। মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে মুহাম্মদ (সা.) তাঁর নবুয়্যতের দাবির সত্যতা প্রমাণ করে দিয়েছিলেন। এই বিজয় কোনো ধরনের রক্তপাত ছাড়াই অর্জিত হয়েছিল এবং মুহাম্মদ (সা.)-এর শান্তিপূর্ণ নীতি সফল হয়েছিল। কয়েক বছরের মধ্যেই মক্কা থেকে মূর্তিপূজা বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং ইকরামা ও সুহায়েলের মতো ঘোর বিরোধীরাও নিষ্ঠাবান এবং ধর্মপ্রাণ মুসলমানে পরিণত হন।

(Muhammad A Biography of the Prophet by Karen Armstrong, page 243 and 245, Book Readers International Quetta)

যাহোক, তাদের মধ্য থেকে কতক প্রাচ্যবিদ এমন রয়েছেন, যারা চরম বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও এই সত্য তুলে ধচ্ছেন আর এই বেচারারা এমনটি করতে বাধ্য ছিলেন; (তাদের) কিছুই করার ছিল না।

মক্কা বিজয়ের সাথে সম্পর্কিত আরো কিছু ঘটনা রয়েছে। আব্দুল্লাহ্ বিন সা'দ বিন আবী সারাহ্-র তওবার ঘটনা সম্পর্কে লিখিত আছে, সে প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং কাতেবে ওহী বা ওহী-লেখক ছিল; এরপর সে মুরতাদ হয়ে ফেরত চলে যায়। বর্ণনা করা হয়, তাকেও মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। মক্কা বিজয়ের পর সে হযরত উসমান বিন আফ্ফান (রা.)-র বাড়িতে লুকিয়ে থাকে। তিনি (রা.) তার দুধভাই ছিলেন। হযরত উসমান (রা.) তাকে মহানবী (সা.)-এর সামনে নিয়ে আসেন এবং নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আব্দুল্লাহ্র বয়আত গ্রহণ করুন। তিনি (সা.) বেশ কিছুক্ষণ নীরবতা অবলম্বন করেন এবং অবশেষে তার বয়আত নেন। বর্ণনাকারী এখানে লেখেন, আব্দুল্লাহ্ বিন আবী সারাহ্ যখন ফেরত চলে যায় তখন মহানবী (সা.) সাহাবীদের বলেন, আমি এ কারণে কিছুক্ষণ নীরব ছিলাম যেন তোমাদের মধ্য থেকে কেউ ওঠে এবং তাকে দ্রুত হত্যা করে। সাহাবীরা নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আপনি আমাদেরকে ইশারা করলেন না কেন? এর উত্তরে মহানবী (সা.) বলেন, নবী হত্যার জন্য ইশারা করেন না। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে এই বাক্য রয়েছে যে, নবীর জন্য তাঁর চোখের খিয়ানত করা সঙ্গত নয়।

(সীরাত ইবনে হিশাম, পৃ: ৭৪২) (আল ইকতিফা, ২য় খণ্ড, পৃ: ২২৫)

যাইহোক, এই রেওয়ায়েত এবং এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আরো কিছু রেওয়ায়েত বিভিন্ন ঐতিহাসিক গ্রন্থে রয়েছে, তাই বর্ণনা করছি। কিন্তু এগুলো সব সংশয়পূর্ণ এবং মহানবী (সা.)-এর যে আদর্শ ও সহিষ্ণুতার বৈশিষ্ট্য ছিল তা প্রমাণ করে, এসব রেওয়ায়েত মনগড়া।

মহান আল্লাহর বাণী

এবং লোকদের মধ্যে কতক এমন আছে যাহারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য নিজেদের আত্মাকে বিক্রয় করিয়া দেয়, এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ এইরূপ বান্দাগণের প্রতি অত্যন্ত মমতাশীল। (আল-বাকারা: ২০৮)

দোয়াপ্রার্থী: Wasia Begum, Harhari, Murshidabad

যাইহোক, হাদীসের একটি গ্রন্থ সুনানে নিসাঈ-তে এই রেওয়ায়েতটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে, মক্কা বিজয়ের সময় আব্দুল্লাহ্ বিন সা'দ, হযরত উসমান (রা.)-র বাড়িতে লুকিয়ে থাকে। পরবতীতে যখন সাধারণ বয়আতের ঘোষণা দেওয়া হয় তখন হযরত উসমান (রা.) আব্দুল্লাহ্কে নিয়ে আসেন এবং নিবেদন করেন, আব্দুল্লাহ্র বয়আত গ্রহণ করুন। মহানবী (সা.) তাঁর পবিত্র মস্তক তুলে তার দিকে তাকান আর তিনবার তিনি (সা.) এমনটি করেন এবং (বয়আত গ্রহণ করতে) অস্বীকৃতি জানান। আর তিনবার এমনটি করার পর তার বয়আত নেন। এরপর সাহাবীদের উদ্দেশ্য করে বলেন, তোমাদের মাঝে কি এমন কোনো বিচক্ষণ লোক ছিল না– যখন দেখল যে, আমি বয়আত নিচ্ছি না– তখন উঠে তাকে হত্যা করত? সাহাবীগণ নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমরা কীভাবে জানব, আপনার হৃদয়ে কী আছে? আপনি আপনার চোখ দিয়ে আমাদের ইশারা করলেন না কেন? মহানবী (সা.) বলেন, কোনো নবীর জন্যই চোখের খিয়ানত করা সমীচীন নয়। এটি নিসাঈ-র রেওয়ায়েত, কিন্তু এক্ষেত্রেও এটিকে সঠিক বলে বিশ্বাস করা আবশ্যক নয়। (সুনান নিসাঈ, কিতাব তাহরীমুদ দম, হাদীস-৪০৬৭) এই রেওয়ায়েতটি সুনানে আবু দাউদেও আছে। (সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল হুদুদ, হাদীস-৪৩৫৯)

অবশ্য সুনানে আবু দাউদে এটি ছাড়া অন্য একটি রেওয়ায়েতও রয়েছে, কিন্তু সেই রেওয়ায়েতে হত্যা ইত্যাদির উল্লেখ নেই। যেমন এই রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, আব্দুল্লাহ্ বিন সা'দ বিন আবী সারাহ্ মহানবী (সা.)-এর কাতেব (তথা ওহী-লেখক) ছিল। শয়তান তাকে বিভ্রান্ত করে। সে কাফিরদের সাথে গিয়ে মিলিত হয়। মক্কা বিজয়ের দিন মহানবী (সা.) তাকে হত্যার নির্দেশ দেন। হযরত উসমান বিন আফ্ফান (রা.) তার জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করলে মহানবী (সা.) তাকে আশ্রয় প্রদান করেন।

(সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল হুদুদ, হাদীস-৪৩৫৮)

এখানে আব্দুল্লাহ্ বিন সা'দ সম্পর্কিত এ ধরনের রেওয়ায়েতের বিষয়ে এটি সুস্পষ্ট হওয়া উচিত, যেমনটি আমি পূর্বেও বলেছি, এই রেওয়ায়েত হাদীসের যেসব গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে (সেখানে) এর সনদের বিষয়ে আপত্তি করা হয়েছে যে, এটি সনদের মানদণ্ডে দুর্বল। [অর্থাৎ একথা বলা যে, ইশারা কেন করলেন না; মহানবী (সা.) বলেন, আমি নীরব ছিলাম ইত্যাদি। তিনি (সা.) বাদশাহ্ ছিলেন, প্রকাশ্যে বলতে পারতেন।] যাহোক, দ্বিতীয় প্রণিধানযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো, ইসলামে মুরতাদ হওয়ার বা ধর্মত্যাগের জন্য কোনো শাস্তির বিধান নেই। এজন্য আব্দুল্লাহ্ বিন সা'দ সম্পর্কে একথা বলা যে, সে মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল তাই তার বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি ঘোষণা করা হয়েছিল– এটি যথার্থ হতে পারে না।

এছাড়া এটিও প্রণিধানযোগ্য বিষয়, এই ঘটনার যে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে, (তদনুসারে) এটি মহানবী (সা.)-এর মর্যাদারও পরিপন্থি বলে পরিদৃষ্ট হয়, যেমনটি আমি আগেই বলেছি। সেই দিন মহানবী (সা.) আল্লাহ্ তা'লার গাফ্ফার, সাত্তার, রহীম ও করীম গুণাবলির পরিপূর্ণ প্রতিফলন ছিলেন। এমন কোনো ব্যক্তি ছিল না, যে ক্ষমা চাওয়া সত্ত্বেও রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাকে ক্ষমা করেন নি, তা তার জন্য মৃত্যুদণ্ডই জারি করা হোক না কেন। আবার এই হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমেও নেই। উপরন্তু এই বর্ণনাটি বিশ্লেষণ ও যুক্তির আলোকেও ঠিক মনে হয় না। কারণ রসূলুল্লাহ্ (সা.) একজন বিজয়ী নেতার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। যদি সত্যিই কাউকে হত্যা করা আবশ্যক হতো, তবে কাউকে ভয় করার কী-ইবা প্রয়োজন ছিল, কিংবা ইশারা-ইঙ্গিতে বোঝানোরই বা কী দরকার ছিল? হযরত উসমান (রা.) যখন আব্দুল্লাহ্কে নিয়ে এলেন তখনই তিনি (সা.) স্পষ্ট বলে দিতে পারতেন, না! তার অপরাধ এত গুরুতর যে, তাকে ক্ষমা করা যাবে না। সেই দিনগুলোতেই বনু মাখযুমের জনৈক নারীর চুরির মামলাও মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থাপন করা হয়; তার পক্ষে বেশ প্রভাবশালী ব্যক্তিদের দিয়ে সুপারিশও করানো হয়েছিল; হযরত উম্মে সালামা এবং হযরত উসামা বিন যায়েদ এই সুপারিশ করেছিলেন। কিন্তু তারপরও তিনি (সা.) কীভাবে সেই সকল সুপারিশ প্রত্যাখ্যান করে হাত কাটার শাস্তিই বলবৎ রাখেন! অতএব

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন সা'দের অপরাধ যদি এতই গুরুতর হতো তাহলে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হতো, তাকে ক্ষমা করার কোনো প্রশ্ন ই ওঠে না! অথচ এই ঘটনার পরিবর্তে মহানবী (সা.)-এর প্রতি এমন একটি কাজ আরোপ করা, যা সাধারণ নৈতিকতা ও শিষ্টাচারেরও পরিপন্থি– এটি একেবারেই অগ্রহণযোগ্য। অর্থাৎ সে যখন বয়আত গ্রহণের জন্য এলো তখন (নাউযুবিল্লাহ্) রসূলুল্লাহ্ (সা.) নীরব থাকলেন, যেন এরই ভেতর কেউ তাকে দ্রুত হত্যা করে ফেলে। আর সাহাবীরা যখন তাকে হত্যা করলেন না তখন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন তারা তাকে হত্যা করলেন না? আর সাহাবীরা যখন বললেন, আপনি সামান্য চোখের ইশারা করলেই হতো; তখন তিনি (সা.) বলেন, নবীর চোখ বিশ্বাসঘাতকতা করে না, এ কারণে চোখ দিয়ে ইশারা করেন নি। সেক্ষেত্রে (নাউযুবিল্লাহ্) এর অর্থ দাঁড়ায় বা তারা প্রমাণ করতে চায়, মহানবী (সা.)-এর মনের অভিপ্রায় ছিল, কেউ যদি তাকে হত্যা করে ফেলত তবে ভালো হতো, কিন্তু ইশারা করেন নি। এই রেওয়ায়েতের শব্দাবলিই ঘটনাটিকে মিথ্যা প্রমাণ করে।

মহানবী (সা.)-এর মর্যাদা এমন কোনো বিষয় তাঁর প্রতি আরোপ করার চেয়ে বহু উর্ধ্বে, অতি উচ্চ ও মহান। শরীয়ত বিষয়ক দণ্ডবিধি কার্যকর করার ক্ষেত্রে তিনি (সা.) পর্বতসম দৃঢ় ছিলেন এবং এক্ষেত্রে কারো কোনো পরোয়া করতেন না। অবশ্য ক্ষমা ও দয়া করার বেলায় তিনি (সা.) ছিলেন রেশমের ন্যায় নরম ও কোমল। তাঁর মনে কোনো ধরনের দুঃখ কিংবা সংকোচ থাকত না। তাই আব্দুল্লাহ্ বিন সা'দের বয়আত সম্পর্কিত এ ধরনের বর্ণনা সন্দেহজনক এবং অনেক ঐতিহাসিক ও জীবনীকারও এসব বর্ণনাকে গ্রহণ করেন নি।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) সূরা আল-মুমিনূনের ১৫ নম্বর আয়াতের তফসীর বর্ণনা করতে গিয়ে এই ঘটনার উল্লেখ এভাবে করেছেন:

এই আয়াতের সাথে একটি ঐতিহাসিক ঘটনারও সম্পৃক্ততা রয়েছে, যা এখানে বর্ণনা করা আবশ্যক মনে করছি। তিনি (রা.) লেখেন, মহানবী (সা.)-এর একজন ওহী-লেখক ছিলেন, যার নাম ছিল আব্দুল্লাহ্ বিন আবী সারাহ্। মহানবী (সা.) -এর ওপর ওহী অবতীর্ণ হলে তাকে ডেকে এনে তা লিখিয়ে নিতেন। একদিন তিনি (সা.) তাকে এই আয়াতগুলো লেখাচ্ছিলেন। যখন তিনি এ অংশে পৌঁছালেন ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ (অর্থাৎ এরপর সেটিকে আমরা এক নতুন সৃষ্টিরূপে বিকশিত করলাম) তখন তার মুখ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উচ্চারিত হয়: فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ (অতএব সর্বশ্রেষ্ঠ স্রষ্টা আল্লাহ্ কত-না কল্যাণময়!)। রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, এটাই ওহী হয়েছে, এটা লিখে নাও। এই হতভাগা এটি চিন্তা করল না যে, পূর্ববতী আয়াতগুলোর ধারাবাহিকতায় স্বাভাবিকভাবেই এই আয়াতটি নিজে থেকেই চলে আসে। বরং সে ভাবল, যেভাবে আমার মুখ থেকে এই বাক্য উচ্চারিত হয়েছে আর রসূলুল্লাহ্ (সা.) একে ওহী বলে আখ্যা দিয়েছেন, এভাবেই সম্ভবত তিনি (সা.) পুরো কুরআন নিজেই রচনা করছেন (নাউযুবিল্লাহ্)! ফলে সে ইসলাম ত্যাগ করে মক্কায় চলে যায়। মক্কা বিজয়ের সময় মহানবী (সা.) যাদেরকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে আব্দুল্লাহ্ বিন আবী সারাহ্ও অন্যতম ছিল। কিন্তু হযরত উসমান (রা.) তাকে আশ্রয় দেন এবং সে তিন দিন তাঁর ঘরে লুকিয়ে থাকে। একদিন যখন মহানবী (সা.) মক্কার লোকদের বয়আত গ্রহণ করছিলেন তখন হযরত উসমান (রা.) আব্দুল্লাহ্ বিন আবী সারাহ্কেও তাঁর (সা.) কাছে নিয়ে আসেন এবং তার বয়আত গ্রহণের অনুরোধ করেন। রসূলুল্লাহ্ (সা.) কিছুক্ষণ দ্বিধা প্রকাশ করলেও অবশেষে তার বয়আত গ্রহণ করেন এবং সে পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করে। "

(তফসীরে কবীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ১৩৯, ২০০৪-এর সংস্করণ)

আব্দুল্লাহ্ বিন আবী সারাহ্ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, তিনি পরবতীতে সেসব সাহাবীর মধ্যে গণ্য হন যারা ইসলামের উল্লেখযোগ্য সেবা করেছেন। তিনি মিশরের গভর্নরও ছিলেন। আফ্রিকার একটি অঞ্চল জয় করেছেন। হযরত উসমান (রা.)-র শাহাদতের পর তিনি বিশৃঙ্খলা-নৈরাজ্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন, অথচ তিনি তাঁর (রা.) দুধভাই ছিলেন। আর কথিত আছে, তিনি এই দোয়া করেছিলেন যে, তার শেষ আমল যেন নামায হয়। বস্তুত একদিন তিনি ফজরের নামাযের জন্য দাঁড়ান এবং নামায শেষ করে ডান দিকে সালাম ফিরিয়ে বাম দিকে সালাম ফেরাতে যাচ্ছিলেন– তখনই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ৩৬ বা ৩৭ হিজরী সনে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

(উসদুল গাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৬০-২৬১)

এরপর রয়েছে ইকরামা বিন আবু জাহলের ইসলাম গ্রহণের ঘটনা। ইকরামা বিন আবু জাহল সেসব লোকের অন্তর্ভুক্ত ছিল যাদেরকে মহানবী (সা.) মক্কা বিজয়ের সময় হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। ইকরামা এবং তার পিতা মহানবী (সা.)-কে কষ্ট দিত এবং তারা মুসলমানদের ওপর অনেক বেশি কঠোরতা প্রদর্শন করত। সে যখন জানতে পারে– রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাকে

যুগ ইমামের বাণী

অতএব, কুরআন শরীফ অনুধাবন করা এবং সেই অনুযায়ী হিদায়াত লাভের জন্য তাকওয়া প্রধান ও আবশ্যক বিষয়।

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১২১)

দোয়াপ্রার্থী: Late-Rafiquddin Ahmad & Afifa Begum, From- Lutful Haque Sb., Kandi (MSD)

মহান আল্লাহ্র বাণী

হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা সুদ খাইও না যাহা (ধন-সম্পদ ও অনিষ্টকে) বহুগুণে বৃদ্ধি করে এবং আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর যেন তোমরা সফলকাম হইতে পার। (আলে ইমরান: ১৩১)

দোয়াপ্রার্থী: Azizur Rahaman Sb, Lalbag, Murshidabad

হত্যার নির্দেশ প্রদান করেছেন, তখন সে ইয়েমেন অভিমুখে পলায়ন করে। ইসলামের শত্রুতায় সে তার পিতা আবু জাহলের চেয়েও অগ্রসর ছিল। আর এ-ও হতে পারে, তাকে হত্যার আদেশ দেওয়া হয়েছিল। অবশ্য এটিও একটি সম্ভাব্য কারণ হতে পারে যে, মক্কার সেসব গোত্রপ্রধান ও নেতা যারা ইসলামের বিরোধিতায় সর্বাগ্রে ছিল এবং প্রতিনিয়ত ইসলাম ও মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকত, মক্কা বিজয়ের পর তারা নিজেরাই একথা চিন্তা করেছিল যে, তাদের এসব কর্মকাণ্ডের জন্য কোনোভাবেই তাদের ক্ষমা লাভ করা সম্ভব নয় এবং নিঃসন্দেহে তাদেরকে হত্যাই করা হবে। সুতরাং তারা একথা ভেবে নিজেরাই সেখান থেকে পালিয়ে যায়; আর তারা আসলে মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে সীমাহীন অনুগ্রহ, ক্ষমা ও মার্জনা লাভের কোনো আশাই করতে পারে নি, অধিকন্তু তাদের এ সম্পর্কে কোনো ধারণাও ছিল না। তাই তারা এটাই সমীচীন মনে করে যে, প্রাণ বাঁচিয়ে পালিয়ে যাওয়াই উত্তম। কিন্তু যতই তারা মহানবী (সা.)-এর সীমাহীন ক্ষমা ও মার্জনা সম্বন্ধে অবগত হচ্ছিল, ততই তারা মক্কায় মহানবী (সা.)-এর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ফিরে আসছিল এবং তাঁর (সা.) সমীপে উপস্থিত হচ্ছিল। যাহোক, ইকরামা সেসব নেতৃস্থানীয় বিরোধীদের অন্যতম ছিল যারা মক্কা বিজয়ের সময়ও ইসলামী সৈন্যদলকে বাধা দেওয়ার সর্বাত্মক চেষ্টা করেছিল। তারা নিজেদের সাথে কিছু লোকের একটি দল একত্রিত করে, যাদের মাঝে মক্কার কিছু সাহসী যুবক যেমন সুহায়েল বিন আমর, সাফওয়ান বিন উমাইয়্যা প্রমুখ অন্তর্ভুক্ত ছিল। আর তারা নিজেদের হাতে খোলা তরবারি নিয়ে ঘোষণা দেয়, আমরা কোনোভাবেই মুসলমানদেরকে মক্কায় প্রবেশ করতে দেবো না। তারা হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)-র সৈন্যদলকে দৃঢ়ভাবে প্রতিহত করার চেষ্টা করে। কিন্তু তাদের বিশজনের অধিক যুবক নিহত হলে তাদের সবাই সেখান থেকে পলায়ন করে, আর সুহায়েল, সাফওয়ান ও ইকরামা- তিনজন মক্কা থেকেই পালিয়ে যায়। ঐতিহাসিক বর্ণনানুসারে ইকরামা সমুদ্রপথে ইয়েমেন চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। তার স্ত্রী উম্মে হাকীম বিনতে হারেস বিন হিশাম, যে একজন কুরাইশ নেতার মেয়ে ছিল, সে হিন্দ বিনতে উতবা এবং মক্কার অন্যান্য সম্ভ্রান্ত মহিলার সাথে মক্কা বিজয়ের সময় একসাথে বয়আত করেছিল। সে যখন তার স্বামী ইকরামার মৃত্যুভয়ে ইয়েমেন অভিমুখে পালিয়ে যাওয়ার বিষয়টি জানতে পারে, তখন সে মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে বলে, ইকরামার ভয় হলো, আপনি তাকে মৃত্যুদণ্ড দেবেন। আপনি তাকে নিরাপত্তা প্রদান করুন। তখন হুযূর (সা.) বলেন, সে নিরাপদ। তখন সে নিজ ক্রীতদাসকে নিয়ে জেদ্দা অভিমুখে যাত্রা করে। সে ইকরামাকে সমুদ্রের তীরে এমন সময় দেখতে পায়, যখন সে জাহাজে আরোহণ করার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। একটি রেওয়ায়েত অনুসারে, সে ইকরামাকে তখন দেখতে পায় যখন সে জাহাজে আরোহণ করে বসেছিল। সে ইকরামাকে এই কথা বলে থামায়, হে আমার চাচাতো ভাই! আমি তোমার কাছে সেই ব্যক্তির পক্ষ থেকে এসেছি, যিনি লোকদের মাঝে সবচেয়ে বেশি সমঝোতা স্থাপনকারী, সবচেয়ে বেশি পুণ্যবান, সবচেয়ে বেশি শুভাকাঙ্ক্ষী। তুমি নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিও না, কেননা আমি তোমার জন্য নিরাপত্তার আবেদন করেছি। এতে সে নিজ স্ত্রীর সাথে আসে এবং ইসলাম গ্রহণ করে, আর তার ইসলাম গ্রহণ অত্যন্ত উত্তম সাব্যস্ত হয়।

রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, যখন ইকরামা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয় তখন সে নিবেদন করে, হে মুহাম্মদ (সা.)! আমার স্ত্রী আমাকে বলেছে, আপনি আমাকে নিরাপত্তা দিয়েছেন। অর্থাৎ কুফরির অবস্থাতেও মক্কায় অবস্থান করার অনুমতি দিয়েছেন; মুসলমান হবার শর্ত নেই। তিনি (সা.) বলেন, তুমি ঠিক বলেছ, নিঃসন্দেহে তুমি নিরাপদ রয়েছ। এতে ইকরামা বলে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি- আল্লাহ্ ব্যতিত কোনো উপাস্য নেই, তিনি এক-অদ্বিতীয়, তাঁর কোনো শরীক নেই; আর আপনি তাঁর বান্দা ও রসূল। সে লজ্জায় মাথা নীচু করে রেখেছিল।

এরপর রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, হে ইকরামা! আজকে তুমি আমার কাছ থেকে যা চাইবে, আমার সামর্থ্য থাকলে আমি অবশ্যই সেটি তোমাকে দেবো। ইকরামা নিবেদন করেন, আমি আপনার সাথে যে শত্রুতা প্রদর্শন করেছি- সেই প্রত্যেক শত্রুতার বিপরীতে আমার জন্য ক্ষমা লাভের দোয়া করুন। এতে মহানবী (সা.) দোয়া করেন, হে আল্লাহ্! তুমি আমার সাথে ইকরামার পক্ষ থেকে করা প্রত্যেক শত্রুতা ক্ষমা করে দাও, আর এমন প্রত্যেক অনিষ্টকর বিষয়ও ক্ষমা করে দাও যা সে করেছে। এরপর রসূলুল্লাহ্ (সা.) অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে নিজের চাদর তার গায়ে জড়িয়ে দিয়ে বলেন, সেই ব্যক্তিকে স্বাগত, যে ঈমান এনে এবং হিজরত করে আমাদের কাছে এসেছে।

(সীরাতুল হালবিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৩২) (সুবুলুল হুদা, ৫খণ্ড, পৃ: ২২৭-২২৮) (ফাতহুল বারি, ৮ম খণ্ড, পৃ: ১৩) (উসদুল গাবা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬৭) (ফতেহ মক্কা, পৃ: ৩০৭,৩২৭,৩২৮)

ইকরামার ঈমান আনার মাধ্যমে একটি ভবিষ্যদ্ বাণীর পূর্ণতাপ্রাপ্ত হবারও উল্লেখ পাওয়া যায়, যার উল্লেখ হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) করেছেন। ইকরামার ঈমান আনয়নে সেই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা পায় যা বহু বছর পূর্বে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) নিজ সাহাবীদের বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমি যেন জান্নাতে রয়েছি। সেখানে আমি আঙুরের একটি থোকা দেখতে পেলাম আর লোকদের জিজ্ঞেস করলাম, এটি কার জন্য? কেউ উত্তরে বলল, আবু জাহলের জন্য। এই কথাটি আমার কাছে অদ্ভুত মনে হলো আর আমি বললাম, জান্নাতে তো মুমিন ব্যতিত আর কেউ প্রবেশ করে না! তাহলে জান্নাতেআবু জাহলের জন্য আঙুর কীভাবে এলো? যখন ইকরামা ঈমান আনল তখন তিনি (সা.) বললেন, সেই থোকা আসলে ইকরামার জন্য ছিল। খোদা তা'লা পুত্রের স্থলে পিতার নাম প্রকাশ করেছেন, যেমনটি প্রায়শই স্বপ্নে হয়ে থাকে।"

(দিবাচা তফসীরুল কুরআন, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২০, পৃ: ৩৫০)

এরপর হাব্বার বিন আসওয়াদের পালিয়ে যাওয়া এবং পরবর্তী তে ইসলাম গ্রহণ করার বিষয়ে লেখা রয়েছে, সে অজ্ঞতার যুগে সুবক্তা ছিল এবং মানুষজনকে রসূলুল্লাহ্ (সা.) -এর বিরুদ্ধে একজোট করত। একইসাথে সে খুবই নোংরা স্বভাবের লোক ছিল। মহানবী (সা.) -এর কন্যা হযরত যয়নব (রা.) যখন মদীনা অভিমুখে হিজরত করেন, তখন তিনি গর্ভবতী ছিলেন। হাব্বার বিন আসওয়াদ তার উটটিকে ভয় পাইয়ে দেয়, যার ফলে তিনি উট থেকে নীচে পড়ে যান। এর ফলে তাঁর গর্ভপাত হয়ে যায় আর একারণেই তিনি শেষ সময় পর্যন্ত অসুস্থ ছিলেন। রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন, যেখানেই পাওয়া যাবে, তাকে যেন হত্যা করা হয়। মক্কা বিজয়ের সময় সে এই ভয়েই মক্কা থেকে পালিয়ে যায় আর বনে-জঙ্গলে আত্মগোপনে থাকে। মক্কা বিজয়ের পর মহানবী (সা.) যখন মদীনায় ফিরে যান তখন সে সেখানে মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হয়। সে যখন মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থি ত হয় তখন সাহাবীরা তাকে দেখে ফেলেন আর মহানবী (সা.)-এর কাছে নিবেদন করেন, হাব্বার আসছে। মহানবী (সা.) বলেন, হ্যাঁ, আমি দেখেছি। তাকে যেন কিছু বলা না হয়। হাব্বার কাছে এসে বলে, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই আর আপনি আল্লাহ্র রসূল। আমি আপনার কাছ থেকে পালিয়ে সমস্ত এলাকায় ঘুরে বেড়িয়েছি। অনারবদের সাথেও আমি মিশতে চেয়েছি। পরবর্তীতে আমি আপনার দয়া ও কৃপা এবং পুণ্য ও মার্জনার কথা স্মরণ করি, যা আপনি সীমা লঙ্ঘনকারীদের সাথে করে থাকেন। হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমরা মুশরিক ছিলাম, আল্লাহ্ আপনার মাধ্যমে আমাদের হিদায়াত দিয়েছেন আর ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। আমার কৃত অন্যায়-অত্যাচার এবং সেসব দুঃখকষ্ট মার্জনা করুন, যা আমার পক্ষ থেকে আপনি পেয়েছেন। আমি আমার মন্দ আচরণ ও পাপসমূহ স্বীকার করছি। বর্ণনাকারী বলেন, আমি সেই সময় মহানবী (সা.)-কে দেখছিলাম। হাব্বারের ক্ষমাপ্রার্থনার দরুন তিনি (সা.) লজ্জা ও বিনয়ের কারণে মাথা নত করে বসে ছিলেন আর বলেন, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছি। ইসলাম পূর্বের কৃত পাপসমূহ ক্ষমা করে দেয়।

(কিতাবুল মাগাযি লিল ওয়াকদি, পৃ: ২৮২)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-ও এই ঘটনা সম্পর্কে লিখেছেন, যাদেরকে হত্যার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছিল, তাদের মাঝে সেই ব্যক্তিও ছিল, যার কারণে মহানবী (সা.) -এর কন্যা হযরত যয়নব (রা.)-র মৃত্যু হয়েছিল। সেই ব্যক্তির নাম ছিল হাব্বার। সে হযরত যয়নব (রা.)-র উটের জিন বাঁধার চওড়া রশি কেটে দিয়েছিল, যার ফলে হযরত যয়নব (রা.) উট থেকে নীচে পড়ে যান। এতে তাঁর (রা.) গর্ভপাত হয় এবং কিছুকাল পর তিনি মৃত্যুবরণ করেন। অন্যান্য অপরাধের পাশাপাশি এই অপরাধও তাকে হত্যাযোগ্য করে তুলেছিল। এই ব্যক্তিও মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হয় এবং বলে, হে আল্লাহ্র নবী (সা.)! আমি আপনার কাছ থেকে পালিয়ে ইরান অভিমুখে চলে গিয়েছিলাম। এরপর আমি চিন্তা করলাম, আল্লাহ্ তা'লা নিজের

মহান আল্লাহ্র বাণী

নিশ্চয় আল্লাহ্ তিনি, যিনি পরম রিয্কদাতা, শক্তির অধিকারী, সুদৃঢ়। (আয যারিয়াত: ৫৯)

দোয়াপ্রার্থী: Abdur Rahaman Sb. Berhampur, Murshidabad

যুগ খলীফার বাণী

প্রত্যেক জীবই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিবে। এবং নিশ্চয় কিয়ামতের দিনই কেবল তোমাদিগকে তোমাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হইবে। (আলে ইমরান: ১৮৬)

দোয়াপ্রার্থী: Humayun Kabir Molla, Nalhati, Birbhum

নবীর মাধ্যমে আমাদের শিরকের ধ্যানধারণা দূর করেছেন আর আমাদেরকে আধ্যাত্মিক মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছেন। অন্যদের মাঝে না গিয়ে কেন আমি তাঁর কাছে যাচ্ছি না আর নিজের অপরাধসমূহ স্বীকার করে কেন তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি না? মহানবী (সা.) বলেন, হাব্বার! খোদা তা'লা যখন তোমার অন্তরে ইসলামের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করেছেন, তখন আমি কেন তোমার অপরাধসমূহ ক্ষমা করব না? যাও! আমি তোমাকে ক্ষমা করছি। তোমার পূর্বের সব অপরাধ ইসলাম মুছে দিয়েছে।

(দিবাচা তফসীরুল কুরআন, আনোয়ারুল উলুম, খন্ড-২০, পৃ: ৩৫০-৩৫১) (ফিরোজুল লুগাত, উর্দু, পৃ: ৩৮৫)

তাকে তো ক্ষমা করে দিয়েছেন, অথচ আব্দুল্লাহ্ সম্পর্কে বলা হয়, মহানবী (সা.)-এর কাছে (নাকি) নিবেদন করা হয়েছে, (তাকে হত্যার) ইশারা কেন করলেন না? (এর কোনো) আবশ্যকতাই ছিল না।

আরেক ব্যক্তি ছিল কা'ব বিন যুহায়ের বিন আবি আসলামী। সপ্তম হিজরীতে কা'ব ও তার ভাই বুজায়ের উভয়ে 'আবরাক' নামক স্থানে আসে, যা বসরা থেকে মদীনাগামী পথের পাশে বনু আসাদ গোত্রের একটি কূপ। বুজায়ের সেখান থেকে মদীনায় যায় আর সেখানে গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করে। এতে কা'ব খুবই অসন্তুষ্ট হয় আর ব্যাঙ্গাত্মক কবিতা রচনা করে। যদিও প্র চলিত রেওয়ায়েত থেকে এটিই মনে হয় যে, মহানবী (সা.) এই ব্যাঙ্গাত্মক কবিতার কারণেই কা'বকে হত্যার নির্দেশ প্রদান করেছিলেন। কিন্তু বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত থেকে জানা যায়, আসল বিষয় শুধু এতটুকুই ছিল না, বরং কা'ব ও বুজায়ের মহানবী (সা.)-এর ক্ষতি সাধন বা হত্যা করার কোনো ষড়যন্ত্র করেছিল। আর এই উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে কা'ব মদীনা থেকে দূরে অবস্থান করে আর ভাইকে মদীনায় প্রেরণ করে। কিন্তু বুজায়ের ইসলাম গ্রহণ করে।

কা'ব যখন ভাইয়ের ইসলাম গ্রহণ করার সংবাদ পায় তখন সে ভীষণ অসন্তুষ্ট হয়। এরপর যখন মহানবী (সা.) তায়েফ থেকে প্রত্যাবর্তন করছিলেন তখন বুজায়ের নিজ ভাই কা'ব বিন যুহায়েরকে একটি পত্র লিখে অনুরোধ করে, সে-ও যেন তওবা করে মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে নিজ অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে; কেননা মহানবী (সা.) প্রত্যেক সেই ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দেন, যে তওবা করে তাঁর সমীপে উপস্থিত হয়। অবশেষে কা'বের জন্য মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হওয়া ছাড়া আর কোনো গত্যন্তর থাকল না। অতএব কা'ব একটি কাসীদা লিখল, সেই কাসীদার প্রথম চরণ হলো: بَانَتْ سُعَادُ فَقَلْبِي الْيَوْمَ مَتْبُوْلُ অর্থাৎ সুয়াদ আমাকে ছেড়ে চলে গেছে, আর বিরহের যাতনায় আজ আমার হৃদয় খণ্ডবিখণ্ড হয়ে যাচ্ছে। (সুয়াদ তার প্রেমিকার নাম।)

এরপর কা'ব বিন যুহায়ের যাত্রা করে আর মদীনায় পৌঁছে পরিচিত এক ব্যক্তির বাড়িতে আশ্রয় নেয়। পরবর্তী দিন সেই ব্যক্তি কা'বকে মহানবী (সা.)-এর সমীপে এনে উপস্থিত করে। মহানবী (সা.) যখন ফজরের নামায শেষ করেন তখন সেই ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর দিকে ইশারা করে কা'বকে বলেন, ইনি হলেন আল্লাহ্‌র রসূল (সা.), দাঁড়িয়ে তাঁর কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করো। সে প্রথমে দাঁড়ায়, এরপর মহানবী (সা.)-এর সম্মুখে বসে এবং মহানবী (সা.)-এর হাত ধরে ফেলে। মহানবী (সা.) এবং তাঁর আশপাশে থাকা সাহাবীদের মধ্য থেকে কেউ কা'ব বিন যুহায়েরকে চিনতে পারেন নি। কা'ব নিবেদন করে, হে আল্লাহ্‌র রসূল! কা'ব বিন যুহায়ের আপনার কাছে নিজের প্রাণভিক্ষার জন্য এবং তওবা করে মুসলমান হবার জন্য আসতে চায়। আমি তাকে যদি আপনার কাছে নিয়ে আসি, তাহলে আপনি কি তার তওবা গ্রহণ করবেন? মহানবী (সা.) বলেন, হ্যাঁ। তখন কা'ব বলে, আমিই কা'ব বিন যুহায়ের। এ কথা শোনামাত্র একজন আনসারী সাহাবী দাঁড়িয়ে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আল্লাহ্‌র এই শত্রুকে আমার হাতে তুলে দিন, আমি এর শিরশ্ছেদ করব। কিন্তু মহানবী (সা.) বলেন, তাকে ছেড়ে দাও, সে তওবা করতে এবং অনুতাপ প্রকাশ করতে এসেছে। এরপর কা'ব যখন নিজের বিখ্যাত কাসীদা 'বানাত সুয়াদ' আবৃত্তি করতে করতে

إِنَّ الرَّسُوْلَ لَنُوْرٌ يُسْتَضَاءُ بِهٖ
مُهَنَّدٌ مِنْ سُيُوْفِ اللهِ مَسْلُوْلُ

অর্থাৎ 'নিশ্চয় রসূলুল্লাহ্ (সা.) এমন অতুলনীয় এক নূর, যার মাধ্যমে সত্যের আলো লাভ হয়। আর তিনি আল্লাহ্‌র তরবারিগুলোর মাঝে এক ধারালো, উন্মুক্ত ভারতীয় তরবারি।' এটি শুনে মহানবী (সা.) নিজ শরীর থেকে চাদর খুলে কা'বের গায়ে জড়িয়ে দেন। উক্ত চাদরের কারণে এই কাসীদা 'কাসীদায়ে বুরদা' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে, অর্থাৎ চাদরের কাসীদা। বুরদা অর্থ চাদর। একে 'কাসীদা বানাত সুয়াদ'ও বলা হয় আর 'কাসীদায়ে বুরদা'ও বলা হয়। পরবর্তীতে কোনো এক সময় আমীর মুয়অবিয়া (রা.) উক্ত চাদর কা'বের কাছ থেকে অনেক বড়ো অংকের অর্থের বিনিময়ে কিনতে সচেষ্ট হন। কিন্তু কা'ব এ কথা বলে অস্বীকৃতি জানান যে, আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর এই পবিত্র পরিধেয় কখনও হাতছাড়া হতে দেবো না। কিন্তু কা'ব (রা.) পরলোক গমন করলে হযরত আমীর মুয়াবিয়া কা'বের উত্তরাধিকারীদের কাছ থেকে উক্ত চাদর ক্রয় করে নেন। এরপর এই চাদর বনু উমাইয়ার শাসকদের মধ্যে উত্তরাধিকার সূত্রে হস্তান্তরিত হতে থাকে আর তাদের রাজত্বের পতনের যুগে এটি হারিয়ে যায়।

(কাআব বিন জুহাইর অউর কাসিদা, পৃ: ৬-৭) (সীরাতুল হালবিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩০১-৩০২) (আললউলুল মাকনুন, সীরাত এনসাইক্লোপেডিয়া, ৯ম খণ্ড, পৃ: ৩৯৩)

তারা লিখেছেন, জনসাধারণের মাঝে 'কাসীদায়ে বুরদা' নামে আরো একটি কাসীদা খুবই প্রসিদ্ধ। সেটি ইমাম শরফুদ্দীন বুসিরী কর্তৃক প্রণীত। এটিকেও কাসীদায়ে বুরদা বলার কারণ হলো, যখন তিনি মহানবী (সা.)-এর মাহাত্ম্য বর্ণনা করে এই কাসীদা রচনা করেছিলেন তখন তিনি স্বপ্নে দেখেন, মহানবী (সা.) নিজের চাদর তাকে পরিয়ে দিয়েছেন যা ঘুম থেকে জাগ্রত হবার পরও তার কাঁধে ছিল। কথিত আছে, ইমাম বুসিরী পক্ষাঘাতগ্রস্ত ছিলেন আর এই চাদরের কল্যাণে আরোগ্য লাভ করেছিলেন।

(দিওয়ানে ইমাত বোসিরী, পৃ: ৩২-৩৩)

যাইহোক, এটি একটি কথিত গল্প যা বর্ণনা করা হয়ে থাকে আর এমন গল্পও এসে থাকে। আরো কিছু চরম বিরুদ্ধবাদীর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা রয়েছে এবং কীভাবে তারা ক্ষমা লাভ করেছে তা-ও রয়েছে। এগুলো পরবর্তীতে বর্ণনা করব, ইনশাআল্লাহ্।

আগামী শুক্রবার থেকে (ইনশাআল্লাহ্ তা'লা) আহমদীয়া জামা'ত যুক্তরাজ্যের বার্ষিক জলসা আরম্ভ হতে যাচ্ছে। এর জন্যও দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা যেন নিজ অনুগ্রহে এই জলসাকে বরকতমণ্ডিত করেন এবং প্রতিটি অনুষ্ঠানকে স্বীয় আশিসরাজি দ্বারা কল্যাণমণ্ডিত করেন। প্রত্যেক দুষ্ট ও অনিষ্টকারী ব্যক্তির বা কোনোরূপ ক্ষতি করার ইচ্ছা পোষণকারীর অনিষ্ট থেকেও আল্লাহ্ তা'লা রক্ষা করুন। দেশের ভেতর থেকে বা বহির্বিশ্ব থেকে যে-সব অতিথি আসছেন- আল্লাহ্ তা'লা তাদের নিরাপদে আনুন এবং এখানে সর্বদা স্বীয় নিরাপত্তায় সুরক্ষিত রাখুন। জলসার জন্য যাদের ব্যক্তিগত অতিথি অথবা জামা'তী ব্যবস্থাপনার অধীনে অতিথি আসছেন, অতিথিসেবা বিভাগের অধীনেই তাদের ব্যবস্থা করা হবে। আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক অতিথিসেবককে তাদের আতিথেয়তার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনের সামর্থ্য দিন। কর্মীবৃন্দ, যারা অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে নিজেদেরকে জলসার কাজের জন্য উপস্থাপন করে থাকেন, আল্লাহ্ তা'লা তাদের সবাইকে নিঃস্বার্থভাবে স্ব-স্ব বিভাগে সেবা করার সামর্থ্য দিন, আর তারা যেন অত্যন্ত সম্মান, মর্যাদা ও নম্রতা এবং আনন্দের সাথে অতিথিদের সেবা করতে পারেন।

কখনো কখনো অধিক কাজ এবং ঘুমের স্বল্পতার কারণে কতিপয় কর্মীর হাস্যোজ্জ্বল মুখ মলিন হয়ে যায়। কিন্তু প্রত্যেক কর্মী, তা সে যে বিভাগেই দায়িত্বপ্রাপ্ত হোক না কেন, তার এই চেতনা নিয়ে দিনগুলো অতিবাহিত করা উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অতিথিদের সেবা করার সুযোগ ও সৌভাগ্য দিয়েছেন। তাই এই কাজের জন্য আমরা সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকার করে নিজেদের সেবার চেতনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখব এবং কোনো প্রকার অসৌজন্যমূলক আচরণ করব না, আর সর্বদা আমরা হাসিমুখে থাকব। তরুণ বয়সী মেয়েরা হোক বা মহিলারা হোন, অথবা যুবক ছেলেরা হোক বা বড়ো বয়সের পুরুষরা হোন; অফিসার হোন বা সহকারীই হোন, খাবার রান্না করার বা লঙ্গরখানা পরিচালনার দায়িত্বে থাকা কর্মী হোন বা খাবার পরিবেশনকারী হোন, নিরাপত্তাকর্মী হোন বা পার্কিংয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত হোন, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বিভাগের কর্মী হোন বা (জলসাগাহের) ভেতরের ও বাইরের শৃঙ্খলায় নিয়োজিত কর্মী হোন, কিংবা প্রবেশপথের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মী হোন, শিশুদের মার্কিতে নিয়োজিত মেয়েরা হোক বা মূল জলসাগাহে দায়িত্বরত ছেলে-মেয়ে এবং নারী-পুরুষ কর্মীবৃন্দ হোন- সবারই সারাক্ষণ নিজেদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব হাসিমুখে পালন করা উচিত; আল্লাহ্ তা'লা এর সৌভাগ্য দিন।

কিন্তু এর পাশাপাশি প্রত্যেকের ওপর গভীর দৃষ্টি রাখাও জরুরি, যেন কোনো প্রকার অনিষ্ট করার দুঃসাহস কারো না হয়। আল্লাহ্ তা'লা সকল কর্মীকে উত্তমরূপে সেবা করার তৌফিক দিন এবং তারা আল্লাহ্ তা'লার কৃপারাজিতে ভূষিত হোন। (আমীন)

(আল ফজল ইন্টারন্যাশন্যাল, ২০ শে জুন, ২০২৫)

যুগ ইমামের বাণী

খোদা তোমাদের সঙ্গে থাকবেন, যদি তোমরা মুত্তাকি হও এবং তাকওয়ার সূক্ষ্ম পথসমূহে বিচরণ কর।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ২০০)

দোয়াপ্রার্থী: Sk.Fayjal Sb. and Family
Jaynagar, Bankura, WB

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমি বিশ্ববাসীর সামনে শান্তি, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ সম্পর্কে যা কিছু তুলে ধরি তা নতুন কোন শিক্ষা নয়। বস্তুত এটা সেই শিক্ষা যা আজ থেকে চৌদ্দশ বছর পূর্বে পৃথিবীতে এসেছে এবং যে শিক্ষার উপর ইসলামের ভিত্তি টিকে রয়েছে। এই যুগে একশ দশ বছর পূর্বে সেই শিক্ষাকে জামাত আহমদীয়া নতুনরূপে উন্মোচিত করেছে।

বর্তমান সময়ে পৃথিবী এক বিশ্ব-পল্লীতে পরিণত হয়েছে আর সর্বত্রই প্রত্যেক ধর্মের মানুষ রয়েছে। তাই এখন একে অপরের প্রতি সহনশীলতার গুণ বিকশিত করা আরও বেশি প্রয়োজন পড়েছে আর জামাত আহমদীয়া সর্বত্র এর জন্য কাজ করছে।

১৮৯১ সালে যখন ব্রিটেনের রানি ভিক্টোরিয়ার স্বর্ণ জয়ন্তী উদযাপিত হয়, তখন ইসলামের এই শিক্ষার কারণেই আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা রানিকে একটি বার্তা প্রেরণ করেছিলেন, যাতে বলা হয়েছিল যে, বিশ্বের সকল ধর্মের ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করা উচিত এবং প্রত্যেক ধর্মের প্রতিনিধিদের ডেকে এক মঞ্চে একত্রিত করে নিজ নিজ ধর্মের গুণাবলী বর্ণনা করার চেষ্টা করা উচিত, যাতে পৃথিবীতে শান্তি, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের পরিবেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। সৌভাগ্যক্রমে এবছর যখন ব্রিটেনের রানি এলিজাবেথ-এর হীরক জয়ন্তী উদযাপিত হয়, তখন আমিও তাঁকে এই বার্তাই প্রেরণ করেছি এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.) রচিত সেই একই পুস্তক 'তোহফায়ে কায়সারিয়া' তাঁকে উপহার দিয়েছি।

হুযুর আনোয়ার এর জার্মানী সফর (২০১৪)-এর রিপোর্ট

হেইসেন প্রদেশের এসেম্বলির বিরোধি দলনেতার আমন্ত্রণের হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর পার্লামেন্ট পরিদর্শন

হেইসেন প্রদেশের রাজধানী উইজবাডন শহরে পার্লামেন্টটি অবস্থিত। প্রতিপক্ষ নেতা থর্স্টেন শাফারগুম্বেল হুযুর আনোয়ার (আই.)কে আমন্ত্রিত করেছেন।

প্রায় পাঁচটার সময় হুযুর আনোয়ার পার্লামেন্ট ভবনে আসেন। বিরোধি দলনেতা থার্স্টেন সাহেব হুযুরকে অভ্যর্থনা জানাতে আগে থেকেই পার্লামেন্টের প্রধন দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি হুযুর আনোয়ারকে অভিবাদন জানানোর পর হুযুরকে ভিতরে নিয়ে যান এবং কনফারেন্স রুমে নিয়ে যাওয়ার পূর্বে লবিতে হুযুরের সঙ্গে একটি ছবি তোলেন।

এরপর হুযুর আনোয়ার (আই.) কনফারেন্স রুমে আসেন যেখানে হুযুরকে বিরোধি দলনেতা থার্স্টেন শাফার গুম্বেল তাঁর সহনেতাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। এই সদস্যদের মধ্যে একজন ছিলেন প্রাদেশিক এসেম্বলির ডেপুটি স্পীকার লোথার কোয়ানয। এছাড়াও সেখানে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশে বসবাসরত ভিনদেশীদের কমিটির সদরগণ।

বিরোধি দলনেতা এবং অন্যান্য পার্লামেন্ট সদস্যদের সঙ্গে হুযুরের সাক্ষাত

বিরোধি দলনেতা হুযুর আনোয়ারকে সম্বোধন করে বলেন: আমি আপনাকে প্রাদেশিক এসেম্বলিতে স্বাগত জানাই। আমাদের মাঝে আপনার উপস্থিতি এবং আপনার সঙ্গে পুনরায় সাক্ষাতের সুযোগ পাওয়া আমাদের জন্য অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয়। কয়েক বছর পূর্বে মানহাইম-এ অনুষ্ঠিত জার্মানীর সালানা জলসায় আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ হয়েছিল। সেই জলসার স্মৃতি এখনও মনে সতেজ আছে। আন্তঃধর্মীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে আহমদীয়া জামাতের মান অনেক উচ্চ স্তরের। সম্প্রতি আমাদের প্রদেশে স্কুলে ইসলামি শিক্ষা সম্পর্কে পঠন-পাঠন নিয়ে চর্চা চলছে। এ বিষয়ে আহমদীয়া জামাত আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

বিরোধি দলনেতা বলেন: আমরা এ বিষয়ে অবগত আছি যে, আপনারা শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য অনেক চেষ্টা করছেন। আর এ বিষয়ে আপনি জামাতকে দিক-নির্দেশনা প্রদান করে থাকেন, এজন্য আমরা আপনাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। কেননা, বর্তমান সময়ে এই বিষয়টির সব থেকে বেশি প্রয়োজন। একথা আমি কেবল নিজের পক্ষ থেকেই বলছি না, আমার দলের অন্যান্য প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকেও একথা ব্যক্ত করছি।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আমি আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই। ইসলামে সহনশীলতার যে শিক্ষা রয়েছে সেটা মূলত কুরআন করীমের শিক্ষা আর এটা মুসলমানদের জন্য নতুন কোন শিক্ষা নয়। কুরআন করীমে এ বিষয়ে স্পষ্ট আদেশ রয়েছে যে, একে অপরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর। তবে দীর্ঘকাল এই শিক্ষার উপর সঠিক অর্থে আমল হচ্ছিল না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুসারে এই যুগে আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)কে প্রেরণ করেছেন, যাতে পৃথিবীতে ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষার বিস্তৃতি ও প্রকাশ ঘটান।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমি বিশ্ববাসীর সামনে শান্তি, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ সম্পর্কে যা কিছু তুলে ধরি তা নতুন কোন শিক্ষা নয়। বস্তুত এটা সেই শিক্ষা যা আজ থেকে চৌদ্দশ বছর পূর্বে পৃথিবীতে এসেছে এবং যে শিক্ষার উপর ইসলামের ভিত্তি টিকে রয়েছে। এই যুগে একশ দশ বছর পূর্বে সেই শিক্ষাকে জামাত আহমদীয়া নতুনরূপে উন্মোচিত করেছে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: ১৮৯১ সালে যখন ব্রিটেনের রানি ভিক্টোরিয়ার স্বর্ণ জয়ন্তী উদযাপিত হয়, তখন ইসলামের এই শিক্ষার কারণেই আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা রানিকে একটি বার্তা প্রেরণ করেছিলেন, যাতে বলা হয়েছিল যে, বিশ্বের সকল ধর্মের ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করা উচিত এবং প্রত্যেক ধর্মের প্রতিনিধিদের ডেকে এক মঞ্চে একত্রিত করে নিজ নিজ ধর্মের গুণাবলী বর্ণনা করার চেষ্টা করা উচিত, যাতে পৃথিবীতে শান্তি, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের পরিবেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। সৌভাগ্যক্রমে এবছর যখন ব্রিটেনের রানি এলিজাবেথ-এর হীরক জয়ন্তী উদযাপিত হয়, তখন আমিও তাঁকে এই বার্তাই প্রেরণ করেছি এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.) রচিত সেই একই পুস্তক 'তোহফায়ে কায়সারিয়া' তাঁকে উপহার দিয়েছি। সেই সঙ্গে পৃথিবীতে শান্তি ও সম্প্রীতির পরিবেশ স্থাপন করার জন্য বার্তা প্রেরণ করেছি যা এই সময়ের প্রয়োজন আর এর জন্য জামাত আহমদীয়া সর্বত্র চেষ্টা করছে। কেবল ইংল্যাণ্ডেই নয়, জার্মানি সহ পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ইসলামের শান্তি ও ভ্রাতৃত্বের শিক্ষার প্রসার করা উচিত এবং মানুষকে সঙ্গে নিয়ে চলা উচিত যাতে শান্তির পরিবেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই আপনারা দেখবেন যে আহমদীয়া জামাতের প্রত্যেক সদস্য ভালবাসা ও সম্প্রীতির শিক্ষা দিয়ে থাকে এবং এটি সেই ইসলামী স্লোগান যা জামাত আহমদীয়ার তৃতীয় খলীফা দিয়েছিলেন- 'ভালবাসা সকলের তরে, ঘৃণা নয়কো কারো পরে'। এই স্লোগানের মর্মার্থ অনুধাবন করতে সক্ষম হলে পৃথিবীতে ধর্ম নির্বিশেষে শান্তি ও সম্প্রীতির পরিবেশ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: বর্তমান সময়ে পৃথিবী এক বিশ্ব-পল্লীতে পরিণত হয়েছে আর সর্বত্রই প্রত্যেক ধর্মের মানুষ রয়েছে। তাই এখন একে অপরের প্রতি সহনশীলতার গুণ বিকশিত করা আরও বেশি প্রয়োজন পড়েছে আর জামাত আহমদীয়া সর্বত্র এর জন্য কাজ করছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমরা জার্মানী সহ সর্বত্রই প্রয়োজনের সময় শান্তির পরিবেশ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সকলের চেয়ে এগিয়ে থাকব।

আমি আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাতে চাই, এইজন্য যে আপনারা আমাকে আমন্ত্রিত করেছেন এবং এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন। খোদা তা'লা আমাদের সকলকে তৌফিক দান করুন, আমরা যেন সকলে মিলে এই দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি এবং শান্তি ও সৌহার্দ্যের পরিবেশ গড়ে ওঠে।

বিরোধি দলনেতা বলেন: আমি প্রার্থনা করি, আপনার কথার শক্তি প্রত্যেক মানুষের হৃদয়ে প্রভাব ফেলুক। পৃথিবীতে খুব কম সংখ্যক মানুষ এমন আছেন যারা আপনার মত এই বাণী সারা পৃথিবীতে প্রচার

মহান আল্লাহর বাণী

হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা সকলেই পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণের আওতায় প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করিও না, সে নিশ্চয় তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (আল-বাকারা: ২০৯)

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

করতে পারে। আমরা জানি, শান্তি এমন এক বস্তু যা মানুষের হাতেই, সে যেখানেই থাকুক না কেন।

তিনি আরও বলেন: এস.পি.ডি-র চান্সেলরের ছবি আমাদের পিছনের দেওয়ালে দেখা যাচ্ছে। তিনি শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এক দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মাঝে শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অনেক অবদান রেখেছেন। এই কারণেই তিনি নোবেল শান্তি পুরস্কার লাভ করেছেন। তাঁর প্রচেষ্টা ছাড়া ১৯৬০-এর দশকে ইউরোপে শান্তি প্রতিষ্ঠার কথা কল্পনাও করা যেত না।

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: জার্মান চান্সেলরের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি এ বিষয়ের সাক্ষী যে, জার্মানী পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।

বিরোধি দলনেতা বলেন: একটা চৈনিক প্রবাদ রয়েছে- 'মানুষ যখন প্রথমবার কোন ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাত করে তখন সে অতিথি হিসেবে সাক্ষাত করে আর দ্বিতীয়বার সাক্ষাতের সময় তারা একে অপরের বন্ধু হয়ে ওঠে। আর পরের বারের সাক্ষাতের সময় তারা আরও ভাল বন্ধু হয়ে ওঠে।'

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমার মতে, উইলি ব্রান্ডট নোবেল পুরস্কার লাভ করেন এবং তিনি ইউরোপকে ঐক্যবদ্ধ করে তোলেন আর এখানে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। আর এরই পরিণামে আজ ইউরোপের পার্লামেন্ট নোবেল শান্তি পুরস্কার লাভ করেছে । আল্লাহ্ তা'লা তাঁর পুণ্যময় বাসনাগুলিকে পূর্ণ করুন।

বন্ধুত্বের বিষয়ে চৈনিক প্রবাদ রয়েছে, কিন্তু আহমদীয়া জামাতের প্রবাদ হল, বন্ধুত্বের উদ্দেশ্যে একবার প্রসারিত হাত চিরকালের বন্ধুতে পরিণত হয়। পরের বারের সাক্ষাত আমাদের বন্ধুত্বের ভিত্তি হবে না, বরং এই সাক্ষাত থেকেই আমাদের বন্ধুত্বের পথচলা শুরু হয়েছে।

বিরোধি দলনেতা হুযুর আনোয়ারের নিকট অনুরোধ জানান যে, আমাদের পথপ্রদর্শন করুন, এই মুহূর্তে ইসলামী বিশ্বে যে সব পরিবর্তন ঘটছে, বিশেষ করে আরব বিশ্বে এবং বিশ্বের অন্যান্য প্রান্তে, এগুলিকে আপনি কোন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখেন? কেননা বর্তমানে এগুলি নিয়ে আমাদের মধ্যে অনেক বেশি আলোচনা হচ্ছে।

হুযুর আনোয়ার এর উত্তরে বলেন: আরব বিশ্বের যা বর্তমান পরিস্থিতি তা রাতারাতি তৈরী হয় নি। আজ যারা আরব বিশ্বকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন, দশ-কুড়ি বছর পূর্বে তারাই নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন কিম্বা এক ধরনের চিন্তাধারা পোষণ করতেন। কিন্তু সেই সময় পশ্চিমি পরাশক্তিগুলির মনোযোগ এদিকে কিম্বা সেখানকার স্থানীয় জনগণের প্রতি নিবদ্ধ হয় নি। এই সকল নেতারা পূর্বেও দুর্নীতিগ্রস্ত ছিল বা বলা যেতে পারে জনগণের প্রতি সদয় ছিল না, কিন্তু পশ্চিমি শক্তিগুলি কিম্বা এই সব দেশগুলিকে যেসব এজেন্সিগুলি সহায়তা প্রদান করত, তারা এদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখেছে, কেননা তাদের স্বার্থ জড়িত ছিল। আসল কথা হল যতদিন পরাশক্তিগুলি এই সব নেতাদেরকে নিজেদের প্রভাবাধীন রেখেছে বা নেতারা তাদের কথা মেনে চলেছে, ততদিন সেখানে কোন সমস্যা হয় নি। কিন্তু যখন সেই সব নেতারা তাদের মনের মত থাকে নি, তখন তারা সেখানে জনগণের মাধ্যমে বিদ্রোহ তৈরীর চেষ্টা করেছে। এখন মিশরে যে বিদ্রোহ হয়েছে, বস্তুত তা এমন এক সরকারের বিরুদ্ধে যা তথাকথিত উগ্রপন্থী ও মুসলিম ভ্রাতৃত্বের, যে কারণে সেখানে ভবিষ্যতে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হবে তা তাদের এই সব শক্তিগুলির জন্য বিপদের কারণ হবে, বরং তাদের নিজেদের দেশের জন্যও তারা বিপদ হয়ে দাঁড়াবে আর এখন সেই প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আমি সেই সময়ও বলেছিলাম, যখন এই বিদ্রোহ তৈরী করা হচ্ছিল, তখন বোঝাই যাচ্ছিল যে বিষয়টি এখানেই থেমে থাকবে না, বরং পরবর্তীতেও জটিলতা তৈরী হবে। এখন এর লক্ষণ প্রকাশ পেতে শুরু হয়েছে। লিবিয়ার যে স্বৈরশাসক ছিল, সে বেশ ভালই কাজ করছিল। এখন সেখানে কোন সরকার নেই, বিভিন্ন এলাকায় কার্যত বিভিন্ন গোষ্ঠীশাসন চলছে ব বলা যেতে পারে অরাজকতার পরিস্থিতি তৈরী হয়েছে। অতএব, পশ্চিমি দেশগুলি যদি সেখানে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি স্থাপন করতে চায়, তবে নিজেদের পছন্দের কোন ব্যক্তিকে দীর্ঘকাল তাকে সমর্থন করা এবং সে সীমা অতিক্রম করলে তাকে অপসরণ করার পরিবর্তে খাঁটি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হোক। এর ফলে কি হয়, দেশের যেটুকু উন্নয়ন হয়, পরবর্তীতে সেটাও থাকে না। তাই এখন যে সব দেশে যেখানে যেখানে অরাজকতা চলছে, সেখানে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করা উচিত।

বিরোধি দলনেতা বলেন: হুযুর আনোয়ার আমাদেরকে এ বিষয়ে পথপ্রদর্শন করুন যে কিভাবে পশ্চিমি দেশগুলি এই সব আরব দেশগুলিতে এবং কিছু অন্যান্য দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করবে, যেখানে বর্তমানেন পরিস্থিতি অত্যন্ত ভয়াবহ।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমি একথাই বলছি, পশ্চিমি দেশগুলির উপর অনেক দেশ নির্ভরশীল। আর্থিক সহায়তা এখান থেকে যায়, এছাড়াও আরও বিভিন্ন ধরণের সহায়তা যায়। যে সব আর্থিক সহায়তা যায়, সেগুলি নিয়ন্ত্রণ করুন, এর জন্য শর্ত থাকা উচিত যে, যদি দেশে ন্যায় প্রতিষ্ঠিত থাকে, জনকল্যাণমূলক কাজ অব্যাহত থাকে, জনগণ নিজেদের অধিকার পায়, তবেই সহায়তা দেওয়া হবে। অতএব, আসল কথা হল ন্যায্যতার সহকারে সহায়তার কাজ এগিয়ে যাক।কিন্তু তবু যদি স্থানীয় মানুষ এই ন্যায়পরতাকে কাজে না লাগায়, তবে তাদের নিয়ন্ত্রণ করুন কিম্বা কোন না কোন পদক্ষেপ অবশ্যই গ্রহণ করুন। যেভাবে আপনাদের দেশে নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত আছে, সেভাবে চেষ্টা করুন, এই সব দেশেও যেন নাগরিক অধিকার এবং প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। আর সহায়তা দেওয়ার সময় এই শর্ত দিন যে জনসাধারণ যেন নিজেদের অধিকার পায়। বর্তমান যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কের জালে এমনভাবে জড়িয়ে রয়েছে যে, কোনও দেশই অপর দেশের সাহায্য না নিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে টিকে থাকতে পারে না।

বিরোধি দলনেতা বলেন: আমরা আমাদের হেইসেন প্রদেশ এবং সমগ্র জার্মানীতে কিভাবে নিজেদের (উন্নয়নের) কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি?

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমি বেশ কয়েকবার বলেছি, প্রত্যেক ব্যক্তি, জাতি, গোষ্ঠীর কোন না কোন বৈশিষ্ট্য থাকে। আমাদের সেই স্বতন্ত্র গুণ বা বৈশিষ্ট্য নিয়েই এগিয়ে যেতে হবে। আঁ হযরত (সা.) বলেছেন- 'প্রত্যেকটি সৎ গুণ তোমাদের হারিয়ে যাওয়া উত্তরাধিকার।' একে অপরের ভাল গুণ অন্বেষণ করে দেশের অগ্রগতি ও অস্তিত্ব রক্ষার জন্য কাজ করলে দেশ উন্নতি করতে থাকবে।

আপনাদের হেইসেন প্রদেশে জামেয়া আহমদীয়ার নতুন ভবন নির্মিত হয়েছে। এখন এখান থেকে মুবাল্লিগ বের হবে যারা শান্তি ও সম্প্রীতির বাণী প্রচার করবে। আমরা আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞ যে, আপনারা আমাদেরকে এখানে জামেয়া নির্মাণের জন্য জায়গা দিয়েছেন।

সব শেষে বিরোধি দলনেতা বলেন: আমি হুযুর আনোয়ারকে একটি পুস্তক উপহার দিতে চাই। এই পুস্তকে জার্মানীর বনজঙ্গল এবং শস্যশ্যামল অঞ্চল সম্পর্কে তথ্য দেওয়া আছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: বনজঙ্গল এবং সবুজ গাছপালা আমারও খুব ভাল লাগে। খুব ভাল উপহার।

বিরোধি দলনেতা বলেন: হুযুর যখন পরের বার আসবেন, তখন আমরা আপনাকে আমাদের জাতীয় উদ্যান দেখাব যেটা ইউরোপের বৃহত্তম গ্রীন পার্ক।

হুযুর আনোয়ার বলেন: ইনশাআল্লাহ। হুযুর আনোয়রও বিরোধি দলনেতাকে একটি পুস্তক উপহার দেন।

জার্মানীতে বসবাসকারী বিভিন্ন দেশের মানুষ ও নওমোবাঈনদের সঙ্গে হুযুরের আনোয়ারের সাক্ষাতানুষ্ঠান

অনুষ্ঠানের সূচনা হয় কুরআন করীমের তিলাওয়াতের মাধ্যমে। তিলাওয়াতের পর জার্মানী অনুবাদও উপস্থাপন করা হয়।

এই অনুষ্ঠানে আফগানিস্তানের দুইজন যুবক উপস্থিত ছিলেন, যারা সম্পর্কে দুই ভাই। একজন দশম শ্রেণী ও অপরজন নবম শ্রেণীর ছাত্র। হুযুর আনোয়ার (আই.) তাদের কাছে জানতে চান, 'আপনারা কবে বয়আত করেছেন?' তারা উত্তর দেয়, আমরা সাত মাস পূর্বে বয়আত করেছি। হুযুর জিজ্ঞাসা করেন, আপনারা হযরত মসীহ মওউদ মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) সম্পর্কে কি জানেন? তাঁর সম্পর্কে আপনারা কি বিশ্বাস পোষণ করেন? তারা উত্তর দেয়, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) যুগের ইমাম।

হুযুর আনোয়ার জানতে চান, আপনারা কি তাঁকে নবী বলে বিশ্বাস করেন? দুই ভাই-ই হযরত মসীহ মওউদ (আ.)কে নবী হিসেবে বিশ্বাস করে বলে জানায়। এরপর হুযুর আনোয়ার বলেন: রসুল করীম (সা.)-এর হাদীস অনুসারে এই যুগে যে ইমাম মাহদীর আগমণের কথা ছিল তিনি আঁ হযরত (সা.)-এর শরীয়তের অধীনে নবী হবেন। ভিন্নবাক্যে এর অর্থ উম্মতি নবী। অর্থাৎ ইমাম মাহদীর কাছেই 'উম্মতি নবীর' উপাধি থাকবে। আর তিনি রসুল করীম (সা.)-এর অনুগ্রহের কল্যাণে নবীর মর্যাদা লাভ করবেন। একে আমরা ছায়া নবী বলতে পারি। কেননা মাহদী (আ.) কে নবুয়্যত দেওয়া হয়েছে তা রসুল করীম (সা.)-এর কল্যাণেই দেওয়া হয়েছে। অতীতে কোন নবীকে এই উপাধি দেওয়া হয় নি।

হুযুর আনোয়ার জানতে চাইলে তারা উত্তরে বলেন- আমাদের পিতাও এখানে উপস্থিত আছেন। সেখানে উপস্থিত থাকা তাদের পিতা বলেন, আমরা স্বপরিবারে বয়আত করেছি আর আমাদের বাড়ির কাছে আহমদীয়া জামাতের মসজিদ ছিল। আমরা সেই মসজিদে যেতাম আর এভাবে জামাতের যোগাযোগ তৈরী হয় আর জামাতে যোগদান করি।

হুযুর জানতে চান, এখানে কে কে নওমোবাঈন আছেন? উত্তরে একজন যুবক বলে, 'আল হামদোলিল্লাহ,

আমি আজই বয়আত করেছি।

হুযুর আনোয়ারের প্রশ্নের উত্তরে একজন নওমোবাইন বলেন, আমার শিকড় সিরিয়ায় আর আমি জার্মানিতে শরণার্থী হিসেবে আছি। আমার সঙ্গে কয়েকজন পাকিস্তানী আহমদীও থাকেন। একদিন সেখানকার স্থানীয় জামাতের সদর সেই সব আহমদীদের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আসেন। সেই সময় তিনি আমাকে ঈদের নামায পড়ার জন্য জামাতের সেন্টারে আসার জন্য আমন্ত্রিত করেন। এইরূপে আমি আহমদীয়াত সম্পর্কে জানতে পারি এবং ক্রমশঃ জামাতের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায়।

তিনি বলেন- এরপূর্বে উপসাগরীয় দেশগুলিতে থেকেছি আর জাগতিক বিষয়াদিতে অনেক বেশি আগ্রহ ছিল; ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতার বিষয়ে আমার মোটেই কোন আগ্রহ ছিল না। কিন্তু এখানে জার্মানীতে জামাতের আমীরের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। আহমদীদের নামায সেন্টারে নামায পড়ার মাধ্যমে আমার এক বিশেষ অভিজ্ঞতা হয়েছে। নামায সেন্টারের আধ্যাত্মিক পরিবেশ আমার উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে যার কারণে আমার মধ্যে পরিবর্তন এসেছে আর জামাত সম্পর্কে আরও জানার আগ্রহ তৈরী হয়েছে আর আজ আমি বয়আত ফর্ম পূর্ণ করেছি।

হুযুর আনোয়ার তার কাছে জানতে চান, আপনি কি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর দাবিসহূহ সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবগত আছেন? আপনি কি জানেন যে, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) মাহদী হওয়ার পাশাপাশি রসুল করীম (সা.)-এর পক্ষ থেকে তাঁকে উম্মতি নবীর মর্যাদাও দেওয়া হয়েছে? এর উত্তরে নওমোবাইন আহমদী বলেন, তিনি জানেন যে, যুগের মসীহ রসুল করীম (সা.)-এর পরে নবী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে, তবে তিনি শরিয়তধারী নবী নন। তিনি বলেন, 'আমি তাঁকে একটি নৌকা-র মত মনে করি। যারা এই নৌকায় আশ্রয় নিবে তারা মুক্তি পাবে। আর আঁ হযরত (সা.) মসীহর আগমণের যে নিদর্শনাবলীর উল্লেখ করেছেন সেগুলি পূর্ণ হতে দেখছি।

এরপর হুযুর আনোয়ার এক জার্মান আহমদীর সঙ্গে কথা বলেন। হুযুর আনোয়ার জার্মান আহমদীর কাছে জানতে চান, আপনি কেন আহমদীয়াত গ্রহণ করেছেন?

জার্মান আহমদী বলেন, আমি স্বপ্নে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে দেখেছিলাম। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) স্বপ্নে আমার সঙ্গে কথা বলেছেন এবং বলেছেন 'আমি মসীহ মওউদ।' আমি তাঁর নামও জানতাম না আর তাঁর চেহারাও জানতাম না। এরপর এক আহমদী ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাত হয়, যিনি আমাকে ইন্টারনেটে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর ছবি দেখান। আমার মনে পড়ে যায়, এটি সেই ছবি যা স্বপ্নে আমি দেখেছিলাম।

হুযুর আনোয়ার বলেন: তার মানে কোন আহমদী আপনার কাছে যায় নি, বরং আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং আপনাকে পথপ্রদর্শন করেছেন।

এরপর এক মিশরীয় আহমদীর নিকট হুযুর আনোয়ারে জানতে চান যে, আহমদীয়াত গ্রহণের পূর্বে কোন ফির্কার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল? ভদ্রলোক উত্তর দেন, 'আমি সুন্নী মুসলমান ছিলাম।' তিনি নিবেদন করেন, হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর নেতৃত্বে নামায পড়েছি, হুযুরের সালামের পূর্বেই আমি সালাম ফিরে নামায শেষ করে ফেলেছিলাম।

হুযুর আনোয়ার বলেন; রসুল করীম (সা.)-এর হাদীস রয়েছে- 'আল ইমামু জুন্নাতুন'। অর্থাৎ ইমাম বর্ম স্বরূপ। ইমাতের আনুগত্য আবশ্যক। কেননা এই বর্মই আপনাকে রক্ষা করে। প্রত্যেকটি বিষয়ে ইমামের আনুগত্য করা জরুরী। নামাযেও ইমামের আনুগত্য করা আবশ্যক। ইমামের পূর্বে নামায শেষ করবে না। ইমামের আনুগত্য করাই আহমদীয়াতের সৌন্দর্য। আহমদীরা যথাসাধ্য খলীফাতুল মসীহর আনুগত্য করে আর খলীফাতুল মসীহর পক্ষ থেকে যে দিকনির্দেশনা লাভ হয় তা অনুসরন করে। যার হাতে আপনি বয়আত করেছেন তার আনুগত্য করা জরুরী।

একথা শুনে সেই ব্যক্তি বলেন, 'আমি এরই শপথ নিয়েছি'।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনাকে একথা বলার কারণ হল, এর পূর্বে হয়তো এই ধরণের অভিজ্ঞতা আপনার হয়নি। যারা নবাগত আহমদী আছেন, বিশেষ করে যারা অন্যান্য ফির্কা থেকে এসেছেন, অনেক সময় আনুগত্য সম্পর্কে পুরোপুরি তাদের জানা থাকে না। নিঃসন্দেহে এটাই সেই পন্থা যার মাধ্যমে আপনারা সুদৃঢ় হতে পারেন। জামাতের আনুগত্যও এরই অন্তর্গত। সকল আহমদী এক হাতে একত্রিত হয়েছে এবং এক হাতের ইঙ্গিতে ওঠাবসা করে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এরপর আপনাকে জিহাদে কবীর করতে হবে। জিহাদে কবীর হল 'তবলীগ'। অমুসলিমদেরকে ইসলামের তবলীগ করুন। মিশরীয় আহমদী বলেন- আরব দেশগুলিতে তবলীগ হয় না। হুযুরর আনোয়ার বলেন- আরব দেশসমূহে প্রকাশ্যে তবলীগ করা যায় না, এজন্য সেই দেশগুলিতে আমাদেরকে কৌশল অবলম্বন করতে হয়। কিন্তু এম.টি.এর মাধ্যমে আরব দেশসমূহে তবলীগ হচ্ছে। আর সাধারণত প্রতিদিন আরব দেশসমূহ থেকে চার-পাঁচটি বয়আত লাভ করি। অনেকে এম.টি.এর মাধ্যমে বার্তা পায়। কিম্বা অনেক সময় তাদের নিকটাত্মীয় আহমদী তাদের তবলীগ করে থাকে, যার ফলে তারা আহমদীয়াতের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। এভাবেই আমরা তবলীগ করছি। কিন্তু তবলীগের পন্থা ভিন্ন ভিন্ন রয়েছে। মিশরে আমাদের জামাত আছে, অনুরূপভাবে সিরিয়া, লিবিয়া, জর্ডান, লেবাননসহ বিভিন্ন আরবদেশে আহমদীরা রয়েছেন। অনেকে বন্দিত্ব দশার কষ্টও সহ্য করছেন। কিন্তু নিজেদের ঈমানে তারা প্রতিষ্ঠিত আছেন। এরা সব তবলীগের মাধ্যমেই আহমদী হয়েছেন। মিশরীয় বন্ধু বলেন, আমি মিশরে আহমদীয়াত সম্পর্কে জানতে পারি নি।

হুযুর আনোয়ার বলেন: যেভাবে পূর্বেও আমি বলেছি, মিশরে জার্মানীর মত প্রকাশ্যে তবলীগ হয় না। কেননা সেখানকার সরকার আমাদের প্রকাশ্যে তবলীগ করার অনুমতি দেয় না। কিন্তু সরকার জানে যে মিশরে আহমদীদের অস্তিত্ব আছে। এই কারণেই দুই বছর পূর্বে আহমদীদেরকে কেবল আহমদী হওয়ার অপরাধে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল।

একথা শুনে মিশরীয় আহমদী বলেন: মিশরে শিয়ারা তবলীগ করছে, অথচ সুন্নী-ধর্মমত থেকে তাদের ধর্মমত অনেকটাই আলাদা। পক্ষান্তরে আহমদী ও সুন্নীদের ধর্মমতে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। সুন্নীরাও তো ইমাম মাহদীর প্রতীক্ষায় আছে। পার্থক্য কেবল এতটুকুই যে, আহমদীরা বলে ইমাম মাহদী এসে গেছেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: প্রথম কথা হল, শিয়ারা দীর্ঘকাল ধরে তাদের সঙ্গে সহাবস্থান করছে। আর শিয়ারা যেভাবে সেখানে তবলীগ করে তা আমাদের তবলীগের ধরণের সঙ্গে মেলে না। অর্থাৎ শিয়া মতবাদে কিছু সম্প্রদায় এমনও আছে যাদের দাবি, হযরত আলী (রা.) আঁ হযরত (সা.)-এর চায়তে মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ।কিন্তু তা সত্ত্বেও মিশরের সুন্নীরা তাদের বিরুদ্ধে সহনশীলতা পরিচয় দিয়েছে। অতএব, তাদের পরিস্থিতি ভিন্ন। আমরা যখন একথা বলি যে, মসীহ মওউদ (আ.) উম্মতি নবী, তখন তারা একথা স্বীকার করতে কোনওভাবেই প্রস্তুত হয় না। এই কারণেই তারা আহমদীদের বিরুদ্ধে অনেক বেশি হৈচৈ করে। কট্টর মোল্লারা শিয়াদের সম্পর্কে ভীত নয়, বরং তারা আহমদীদের ভয় পায়। কেননা তারা জানে যে আহমদীরা সঠিক পথে আছে। যদি তারা তবলীগ করার খোলাখুলি করার ছাড় পেয়ে যায়,তবে দু-চার বছরে বিরাট সাফল্য করবে এবং অন্যদেরকে ছাপিয়ে যাবে। অতএব, এটাই পার্থক্য, তারা শিয়াদের ভয় করে না, কিন্তু আহমদীদের ভয় করে।

জার্মানীতে বসবাসকারী বিভিন্ন দেশের আহমদী মহিলা এবং নও মোবাঈয়াত-এর সঙ্গে হুযুর আনোয়ারের সাক্ষাত

কুরআন করীম তিলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়।

হুযুর সর্বপ্রথম জানতে চান যে, গত কয়েক দিনে কতজন মহিলা নতুন আহমদী হয়েছেন? নবাগত মহিলারা হাত তোলার পর হুযুর আনোয়ার এক আফগানি নও মোবায়া, যার সঙ্গে তার দুই কন্যাও ছিল-তাকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনিই কি সেই মহিলা যে স্বপরিবারে বয়আত করেছে? আপনার স্বামী ও পুত্ররা পুরুষদের মসজিদের বসে আছে? উত্তরে ভদ্রমহিলা বলেন, জ্বি হুযুর, আমাদের পুরো পরিবার বয়আত করেছেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) এক পোলিশ নবাগত আহমদীকে প্রশ্ন করেন যে, তিনি আহমদীয়াত গ্রহণ করে কি পেয়েছেন?

পোলিশ মহিলা উত্তর দেন: আহমদীয়তের মাধ্যমে আমি খোদাকে লাভ করেছি।

এক যুবতীকে হুযুর আনোয়ার (আই.) তার পিতামাতার প্রতিক্রিয়া জানতে চান। যুবতী উত্তর দেয়, আহমদীয়াত গ্রহণের তার পিতামাতার নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া ছিল। কিন্তু তারা কিছু বলতে পারতেন না।

এই যুবতী অবিচলতার সাথে আহমদীয়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত আছে।

এক পাকিস্তানী নওমোবায়া প্রশ্ন করে যে, জার্মানীতে তবলীগের কাজ কিভাবে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়?

হুযুর আনোয়ার বলেন: প্রত্যেকের কাছে শান্তি বার্তা পৌঁছে দিতে হবে। কেননা, মানুষ প্রকৃত ইসলাম সম্পর্কে অনবহিত। কট্টর ভাবধারা মুসলমানদের পক্ষ থেকে হওয়া সন্ত্রাসী ঘটনাবলীর কারণে মানুষ সন্ত্রস্ত হয়ে আছে। কিন্তু আমাদের কাজ প্রত্যেকের কাছে বার্তা পৌঁছে দেওয়া। এটা অনেক কঠিক কাজ, কিন্তু মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ বৃদ্ধি করুন এবং সম্পর্ক তৈরী করুন। সেমিনার ও সম্মেলনের আয়োজন করুন। লিফলেট বিতরণ করুন। ইউনিভার্সিটি ও কলেজে ছাত্রীদের সঙ্গে যোগাযোগ বৃদ্ধি করুন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: জার্মানীতে খুদ্দামরা অনেক সক্রিয়। তারা রিপোর্ট দিয়েছে, দুই তিন মাসের মধ্যে সাড়ে সাত লক্ষ লিফলেট

বিতরণ করা হয়েছে। অনুরূপভাবে মসজিদ উদ্বোধনের সময়ও গণমাধ্যমগুলিতে ভাল কভারেজ দেওয়া হয়। তাই নিজেদের অনুষ্ঠানগুলিকে কাজে লাগান এবং নতুন নতুন পথ বের করুন। কিন্তু সবসময় নিজেদের ঐতিহ্য ও রীতিনীতি সর্বাগ্রে রাখবেন। মনের মধ্যে সব সময় উৎসাহ ও উদ্দীপনা রাখবেন যে, আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে বার্তা পৌঁছে দিব। পাকিস্তানি হোক অন্য কোনও দেশের, সকলের মিলে চেষ্টা করুন, যাতে বার্তা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব ঞয়। কেননা, এখনও অনেক কম মানুষ আছেন যারা প্রকৃত ইসলাম সম্পর্কে জানেন।

কেউ একজন প্রশ্ন করে যে, পূর্ব জার্মানীতে মানুষ ইসলাম সম্পর্কে অত্যন্ত ভীত।

হুযুর আনোয়ার বলেন: কেবল পূর্ব জার্মানীতেই নয়, বরং পুরো পূর্ব ইউরোপেই একই পরিস্থিতি। কেননা, সেখানে সাম্যবাদের শাসন ছিল আর ধর্মের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কই ছিল না। সাম্যবাদের প্রভাবের কারণে মানুষ ধর্মের নাম শুনেই ভয় পায়। এখন মানুষের ভীতির অবসান হওয়া দরকার। সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষকে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিন।

একজন পাকিস্তানী মহিলা যার স্বামী একজন জার্মান, তার শ্বশুর বাড়ির কেউ মুসলমান নয়, তারা ক্রিসমাস, এনিভার্সারি ইত্যাদি উদযাপনের সময় শিশুদের উপহার দেয়। এমন পরিস্থিতিতে কি করণীয় সে সম্পর্কে তিনি হুযুর আনোয়ারের নিকট দিকনির্দেশনা চান।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এটা তো আপনাদের শিশুদের শেখাতে হবে যে, ইসলামের শিক্ষা কি? যদি দাদি বা কেউ উপহার দেয় তবে শিশুদের শেখানো যেতে পারে যে, এটা তাদের উৎসব, সে জন্য তাদেরকে তারা উপহার দিচ্ছে। যখন আমাদের ঈদ আসবে ,তখন তাদেরকে উপহার দেওয়া যেতে পারে।

এরপর ভদ্রমহিলা জিজ্ঞাসা করেন যে, তাদের বিবাহ-অনুষ্ঠানাদিতে মদ্যপান চলে। এমন পরিস্থিতিতে কি করণীয়?

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: এমন পরিস্থিতিতে বাচ্চাদের বোঝাতে হবে যে, হাদীসে মহানবী (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি সুরা তৈরী করে এবং বিক্রি করে, তার উপর অভিসম্পাত হোক। বাচ্চাদের বোঝাতে হবে যে, এটা আপনাদের ধর্মের বিষয়। বাচ্চারা যখন বড় হবে, এগুলো তখন সমাজে সাধারণ বিষয় হবে। তাই আগে থেকেই তাদেরকে বোঝাতে হবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, সর্বত্রই এই একই সমস্যা। এমন বিষয়াদি সম্পর্কে বাচ্চাদের বোঝাতে হবে এবং তাদের বলতে হবে যে, এ সব সম্পর্কে ইসলামি শিক্ষা কি এবং ইসলামি শিক্ষার কারণ কি।

একজন জার্মান ছাত্র বলে, এক নাস্তিকের সাথে তার কথা হয়েছিল। নাস্তিক তাকে প্রশ্ন করে যে, খোদা তা'লার জন্য 'He' শব্দ কেন ব্যবহার করা হয়? 'She' শব্দ কেন ব্যবহার করা হয় না।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এটা খোদা তা'লার মর্যাদা ও শক্তিমত্তা প্রকাশের জন্য ব্যবহার করা হয়। কেবল ইসলামই নয়, খৃষ্টধর্মেও খোদা তা'লার জন্য 'He' ব্যবহার করা হয়। নারী জাতিকে দুর্বল ও কোমল হিসেবে ধারণা করা হয়। তাদের কমনীয়তার কারণে সব কাজ তারা করতে পারে না। এজন্য এটা যুক্তিসঙ্গত কথা নয়। এমনিতেও কোনও ভাষাই তো পরিপূর্ণ বা ত্রুটিহীন নয়। আপনাকে কোন একটা কিছু (সর্বনাম পদ) ব্যবহার করতেই হবে। যেমন-He, She, it ইত্যাদি। এমনিতেও সেই মেয়েটি যদি নাস্তিক হয়ে থাকে, তবে তো He, She-এর বিতর্কে জড়ানোই উচিত নয়। এটা তার জন্য একটা ভিত্তিহীন তর্ক।

প্রশ্ন করা হয় যে, আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন নিজের ইবাদতের জন্য। খোদা তা'লার মানুষের ইবাদতের কিসের প্রয়োজন?

হুযুর আনোয়ার বলেন, খোদা তা'লার আমাদের ইবাদতের কোন প্রয়োজন নেই। বরং আমাদের আল্লাহ্ তা'লাকে প্রয়োজন। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের জন্য আমাদের ইবাদত করার প্রয়োজন আছে। যেমন, আপনারা ইউনিভার্সিটিতে যখন ভাল পরীক্ষা দেন, তখন ভাল ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করেন। এটা একটা প্রাকৃতিক নিয়ম। হুযুর সেই কিশোরীকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তুমি কি কখনো কোন সত্য-স্বপ্ন দেখেছ? মেয়েটি উত্তর দিল, হ্যাঁ দেখেছি। হুযুর বলেন, এটা আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বের প্রমাণ। খোদা তা'লার কুদরত কিভাবে কাজ করে সেটা বোঝাতে তুমি এটাকে কাজে লাগাতে পার।

রাজনীতিতে আনুগত্য প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন করা হয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন, রাজনীতিতে কোন আনুগত্য থাকে না। এ প্রসঙ্গে হুযুর একটি কৌতুক বর্ণনা করেন। এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে রাজনীতির অর্থ জিজ্ঞাসা করে। সে উত্তর দেয়, 'পলি'-র অর্থ হবু আর 'টিকস' এর অর্থ জোঁক (অর্থাৎ রক্তচোষা প্রাণী) অর্থাৎ রাজনীতিতে কোন সত্যতা নেই।

হুযুর আনোয়ার বলেন: তৃতীয় বিশ্বের রাজনীতিতে তো সত্যের কোন মানদণ্ডই নেই। সকলেই সমান।

কৃতী ছাত্রদের মাঝে সনদ ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণ

তাশাহুদ, তাউয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর বলেন: বর্তমান যুগে আল্লাহ তা'লা মানুষকে যে সমস্ত আধুনিক আবিষ্কারের তৌফিক দিয়েছেন, সেগুলির মধ্যে অন্যতম হল টিভি আবিষ্কার । যার বড় বড় পর্দায় প্রয়োজনে মহিলাদের দিকেও পুরুষদের দিক থেকে বিভিন্ন বক্তৃতা ও অনুষ্ঠানের চিত্র-ধ্বনি পৌঁছে যায়। আবার যখন পুরুষদের দিকে যুগ খলীফার ভাষণ হয়, তখন মহিলাদের মধ্যে টিভির পর্দার মাধ্যমে তা দেখা ও শোনা যায়। আর এটি মহিলাদের জন্য যথেষ্ট হওয়া উচিত। কিন্তু জলসার আয়োজকরা যুগ খলীফার ভাষণ মহিলাদের দিকেও রাখেন, কেননা মহিলাদের পক্ষ থেকে দাবি থাকে যুগ খলীফা যেন তাদের সামনে সরাসরি ভাষণ দেন। লাজনাদের এই দাবি পূর্ণ করার জন্য আমি সাধারণত ছোট জামাতের জলসাগুলিতেও লাজনাদের সামনে সরাসরি ভাষণ দিয়ে থাকি। আর আজ এই মুহূর্তে আমি এখানে আপনাদের সামনে সরাসরি ভাষণ দেওয়ার জন্যই এসেছি। আমরা কুরআন করীমে দেখতে পাই যে সাধারণত পুরুষদেরকে যে যে বিষয়ের নির্দেশ বা উপদেশ দেওয়া হয়েছে, সেক্ষেত্রে মহিলারাও সামিল আছে। অতএব প্রাথমিক বিষয়গুলি সম্পর্কে পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্যও পুরুষদের ভাষণটিই যথেষ্ট হওয়া উচিত, যদি সত্যিকার অর্থে সেই সব উপদেশাবলী মেনে চলার প্রতি মনোযোগ থাকে। আবার এখানে কিছু বিষয় এমনও রয়েছে যেগুলি সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা মোমেন পুরুষ ও মোমেন মহিলাকে পৃথক পৃথকভাবেও সম্বোধন করেছেন। কিন্তু মোদ্দা কথা একটিই- কুরআন করীমে কিছু নির্দেশ এমন রয়েছে যেগুলি কেবল মহিলাদের উদ্দেশ্যে। যাই হোক যদি মৌলিক বিষয়গুলির উপর মনোযোগ সৃষ্টি হয় এবং সেগুলির উপর আমল করা হয়, তবে পুরুষ ও মহিলাদের জন্য যে কয়েকটি নির্দেশ রয়েছে সেগুলির আনুষঙ্গিক ব্যাখ্যা রয়েছে। কিম্বা কিছু নির্দেশ মহিলা ও পুরুষদের উদ্দেশ্যে পৃথক পৃথকভাবে দেওয়া হয়েছে। যদি আমল করার সদিচ্ছা থাকে, তবে সেগুলি ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায় আর ভিত্তির কারণে পুরুষদের উদ্দেশ্যে যে নির্দেশ দেওয়া হয়ে থাকে, মহিলারাও সেই নির্দেশ পালন করতে আরম্ভ করবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: যদি মৌলিক বিষয়ের উপর আমল না করা হয় যেগুলি খুতবাতে বর্ণনা করা হয়ে থাকে, পুরুষদের বক্তব্যে বলা হয়ে থাকে, বা সচরাচর বিভিন্ন ভাষণে বর্ণনা করা হয়, তবে লাজনাদের উদ্দেশ্যে এই যে পৃথক বক্তব্য করা হচ্ছে, এটিও কোনও উপকারে আসবে না। যাইহোক এটাও ঠিক যে কাউকে সরাসরি সম্বোধন করে কথা বললে তার প্রভাব বেশি হয়। আর এই কারণেই যুগ খলীফারা এই পন্থা অবলম্বন করে এসেছেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: অনেক সময় বা বলা যায় অধিকাংশ সময় এমন হয় যে মহিলাদের ভাষণেও এমন কিছু বিষয় বর্ণনা করা হয় যা পুরুষদের জন্যও সমানভাবে জরুরী। কিন্তু যেমনটি আমি বললাম, মহিলাদের উদ্দেশ্যে সরাসরি ভাষণ দেওয়ার উপযোগীতাও আছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এর লাভটি হল, যদি পুরুষদের উপর সেই সব কথার কোনও প্রভাব না পড়ে, তবে অন্ততঃপক্ষে মহিলাদের উপর যেন তার প্রভাব পড়ে। পরিবারের কোনও একজন ব্যক্তি সেই কথাগুলি শুনে আমল করার চেষ্টা তো করছে। আর এটাই দেখা যায় যে, মহিলাদের উপর অধিকাংশ ক্ষেত্রে এর প্রভাব পড়ে। এই কারণে আমি কখনও একথা বলতে পারি না যে মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেওয়া সময় অপচয় করা বা অনর্থক। যেমনটি আমি বলেছি, প্রায় দেখা যায় যে, মহিলাদের উদ্দেশ্যে সরাসরি ভাষণ দিলে তাদের উপর কেবল প্রভাবই পড়ে না, বরং তাদের মধ্যে অসাধারণ ইতিবাচক পরিবর্তনও দেখা যায়। এছাড়াও সরাসরি ভাষণ দেওয়ার আরও একটি উপকার এবং আর তা এজন্যও আবশ্যক যে, মহিলাদের কক্ষে নবপ্রজন্ম বেড়ে ওঠে। তাদের উন্নত তরবীয়তের ক্ষেত্রে মায়েদের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। আর যখন মহিলাদের উদ্দেশ্যে সরাসরি ভাষণ দেওয়া হয়, তখন তারা নিজেদের দায়িত্বাবলী সম্পর্কে অধিক সচেতন হয়। তবে কিছু একগুঁয়ে মহিলাও রয়েছে যাদের উপর এসবের কোনও প্রভাবই পড়ে না, তারা একথাই বলে যে, সেই পুরোনো কথারই পুনরাবৃত্তি হয়ে থাকে। এই ভূমিকার অবতারণা হুযুর আনোয়ার বলেন: এই মুহূর্তে এখানে বসবাসকারী আহমদীদের অধিকাংশই এমন যারা পরিস্থিতির কারণে, বিশেষ করে ধর্মীয় কারণে পাকিস্তান থেকে হিজরত করে এসেছে। আর্থিক কারণেও হিজরত করে থাকলে তাদের সংখ্যা নগণ্য। কিছু শিক্ষিত মানুষ ছাড়া অধিকাংশই এখানকার প্রশাসনের কাছে পাকিস্তানে আহমদীদের জন্য ধর্মীয় স্বাধীনতার অভাবকেই এদেশে হিজরত করে আসার কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছে। আর এখানকার প্রশাসন মুষ্টিমেয় ইসলাম বিরোধীদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে আপনাদেরকে এখানে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় দিয়ে স্বাধীনভাবে নিজেদের ধর্ম অনুশীলন করার সুযোগ দিয়েছে। তাই এ প্রসঙ্গে আমাদেরকে দুটি কথা সব সময় মনে রাখা উচিত। প্রথমত, এই দেশগুলির সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞ হোন যারা আপনাদের ধর্মীয় অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে ধর্মীয় স্বাধীনতা দিয়েছে। (বাকি পরের সংখ্যায়)

ওয়াকফাতে নও মেয়েদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

২৬ এপ্রিল, ২০২৫ হুযুর আনোয়ার (আই.) কর্তৃক যুক্তরাজ্যের ওয়াকেফীনে নও ইজতেমায় প্রদত্ত ভাষণ

তাশাহুদ, তাউয এবং সূরা পাঠের পর হুযুর আনোয়ার বলেন: আল্লাহ তা'লার অশেষ কৃপায় আজ ইউকে জামা'তের বার্ষিক ওয়াকেফাতে নও ইজতেমা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আমি আশা রাখি ও দোয়া করি, এই ইজতেমা যেন সবদিক থেকে কল্যাণের এবং আপনাদের জন্য দীর্ঘমেয়াদি উপকারের কারণ হয়। ওয়াকেফাতে নও সে-সকল আহমদী মেয়ে ও নারী দ্বারা ঘটিত একটি সংঘটন, যারা ওয়াকফের স্পৃহায় বলীয়ান এমন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছেন, যেখানে আপনার জন্মের পূর্বেই আপনার পিতামাতা আপনাকে ধর্মের সেবায় উৎসর্গ করেছেন আর পরিপক্কতার বয়সে উপনীত হওয়ার পর আপনারা নিজেদের ওয়াকফের অঙ্গীকারকে পুনর্ব্যক্ত করে আপনাদের পিতামাতার কৃত অঙ্গীকারকে নিজেদের অঙ্গীকার করে নিয়েছেন।

কাজেই একেবারে প্রারম্ভেই আমি স্পষ্ট করে দিতে চাই, ওয়াকেফাতে নও জামা'তের কোন ক্ষুদ্র বা তুচ্ছ অংশ নয়। সত্যি বলতে আপনাদের প্রত্যেকেই গুরুত্বপূর্ণ এবং মূল্যবান, কেননা আপনারা সে সকল মেয়ে যারা এ যুগে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে চর্চা করতে ও সমুন্নত রাখতে দৃঢ়ভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ। এ কারণে ধর্মের জন্য আপনাদের যে দায়দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে তা এক উঁচু ঢেউয়ের মত আপনাদের জীবদ্দশায় ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকবে। ওয়াকেফাতে নও হিসেবে আপনারা সম্মিলিতভাবে আপনাদের চারিপাশের বিশ্বে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন সাধনের ক্ষমতা রাখেন, যাতে বংশ পরম্পরায় প্রজন্মগুলো অনুপ্রাণিত হতে থাকবে।

বিগত বছরগুলোতে ওয়াকেফাতে নওদের অনেকে বয়সে ছোট ছিলেন আর আমি তাদের বয়স ও বোধশক্তি অনুযায়ী তাদের সম্বোধন করে কথা বলেছি। তবে এখন আল্লাহর কৃপায় সেই একই বাচ্চাগুলো বড় হয়ে গেছে। বরং আপনাদের অনেকে এখন বিবাহিতা এবং নিজেদের সন্তানসন্ততিও রয়েছে যারা ওয়াকফে নও স্কিমের অন্তর্ভুক্ত। একদিক দিয়ে এটি যেমন আল্লাহর অশেষ কৃপার এক নিদর্শন, অপরদিকে এটি ওয়াকফে নও স্কিমের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক সদস্যের নিজেদের দায়-দায়িত্বের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে।

মনে রাখবেন, আপনারা যত বেশি পরিপক্ব হবেন, আপনাদের দায়দায়িত্ব ক্রমশ আরও বৃদ্ধি পেতে থাকবে। সত্যি বলতে আপনারা যারাই বড় হয়েছেন, এমনকি যাদের ১৩-১৪ বছর বয়স হয়েছে তাদেরও তাদের অঙ্গীকারের প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি করার চেষ্টা করা উচিত। আপনাদের পিতামাতা আপনাদেরকে আহমদীয়াতের সেবায় উৎসর্গ করেছেন এবং আপনারা পরিপক্কতা ও বোঝার বয়সে উপনীত হওয়ার পর স্বেচ্ছায় ও স্বপ্রণোদিত হয়ে সেই পবিত্র অঙ্গীকারকে পুনর্ব্যক্ত করেছেন- এ বিষয় নিয়ে আপনাদের গভীরভাবে চিন্তা করা উচিত।

এ ধারাবাহিকতায় আপনারা নিজ অঙ্গীকার কীভাবে পূর্ণ করবেন, সে বিষয়েও আপনাদের চিন্তাভাবনা করা উচিত। একদিকে যেমন কোন কোন আহমদী মেয়েরা উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করছেন এবং বিভিন্ন পেশা তথা মেডিসিন, প্রকৌশল বিজ্ঞান, শিক্ষকতা বা আইন বিভাগে কাজ করছেন, অপরদিকে অনেকে আছেন যারা বিয়ের পরে বাড়িতে থাকতেই পছন্দ করেন। এরকম নারীরা মনে করবেন না, আপনারা কোন পেশায় সংযুক্ত নেই দেখে আপনারা জামা'তের সেবা করতে পারবেন না অথবা ওয়াকফের দায়দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না। বরং আপনাদের সন্তানসন্ততি লালনপালন করা, তাদেরকে পুণ্যবান মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা এবং আল্লাহর প্রেম তাদের হৃদয়ে ধারণ করিয়ে বড় করে তোলা আর আপনাদের বাড়ি যেন ইসলামের এক উজ্জ্বল পথনির্দেশিকা হিসেবে দৃশ্যমান হয়- এ বিষয়গুলো নিশ্চিত করা হল প্রত্যেক ওয়াকফে নও সদস্যের একেবারে মৌলিক কর্তব্য।

আসলে প্রত্যেক আহমদী মায়ের দায়িত্ব হল তাদের সন্তানদের নৈতিকতার পথ দেখানো ও এ বিষয়ে প্রশিক্ষিত করা, তবে যারা নিজেদের ধর্মের সেবার জন্য উৎসর্গ করেছেন, তাদের এ দায়িত্ব আরও বহুগুণ বেশি। স্মরণ রাখবেন, আপনার সন্তানরা আপনাদের সবসময় প্রত্যক্ষ করছে। কাজেই আপনার প্রত্যেক কাজে তারা যেন আন্তরিকতা ও পুণ্য পরিলক্ষণ করে। সর্বোপরি, আপনার সন্তান যেন আপনার কাছ থেকে আল্লাহর সাথে কীভাবে দৃঢ় সম্পর্ক স্থাপন করতে হয় এটি শিখতে পারে আর কেন এটি এত গুরুত্বপূর্ণ তা অনুধাবন করতে পারে।

আল্লাহর নৈকট্য লাভের অসাধারণ মূল্য তাদের শেখা উচিত আর কীভাবে তিনি, তাঁর অপার কৃপাবলে, তাদের দোয়া গ্রহণ করেন যারা তাঁর দিকে ধাবিত হয়। আপনাদের সন্তানদের জন্য এক পবিত্র দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে আর আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের মাধ্যমে আপনারা নিজ ওয়াকফের প্রকৃত উদ্দেশ্য পূর্ণ করবেন। কাজেই সর্বদা মহানবী (সা.)-এর জীবনাদর্শ নিজেদের জীবনে ধারণ করার চেষ্টা করবেন, যেটি এ যুগে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) আমাদেরকে শিখিয়ে গেছেন। বহু স্থানে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন, তাঁর মিশন হল ইসলামের সত্য ও প্রকৃত শিক্ষাকে পুনরুদ্ধার করা ও পৃথিবীবাসীকে মহানবী (সা.)-এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ অনুসরণে অনুপ্রাণিত করা।

তিনি (আ.) আরও বলেছেন, আল্লাহ তাঁকে দুটি মৌলিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আবির্ভূত করেছেন। প্রথমত তৌহিদ তথা আল্লাহর একত্ববাদকে পৃথিবীতে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য। দ্বিতীয়ত তাঁর অনুসারী জামা'ত যেন ভালবাসা ও সৌহার্দ্য স্থাপনের উত্তম দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে আর আধ্যাত্মিক পরিত্রাণ লাভের পথ যেন মানবজাতির সামনে উন্মোচিত করে। তিনি আন্তরিক অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন, আহমদীরা যেন সর্বদা আল্লাহর আদেশ-নিষেধ অনুসরণ করে তাঁর পক্ষ থেকে পুরস্কার অন্বেষণ করার মাধ্যমে অন্যদের চাইতে নিজেদের আলাদা সাব্যস্ত করতে পারে।

তিনি জামা'তের জন্য আদর্শ হিসেবে মহানবী (সা.)-এর পবিত্র সাহবীগণের (রা.) জীবানদর্শ উপস্থাপন করেন, যারা ইসলাম গ্রহণের পর এক মুহূর্ত ইতস্তত না করে তাদের সকল অনৈতিক রীতিনীতি ও চালচলন পরিত্যাগ করেছিলেন। তাঁদের অন্তরের অন্তঃস্থলে এক আধ্যাত্মিক

নবজাগরণের সূচনা হয়েছিল, যার ফলে তাঁরা সহানুভূতি, অনুগ্রহ ও দয়ার পরাকাষ্ঠায় পরিণত হয়েছিলেন। তাঁদের মানবদরদ ও হিতাকাঙ্ক্ষীতার কোন সীমা ছিল না। এর ফলশ্রুতিতে তাঁরা পুণ্য কর্মের উচ্চ শিখরে আরোহণ আর আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে পেরেছিলেন। তাঁরা সমাজে এক আধ্যাত্মিক বিপ্লবও সাধন করে দেখিয়েছিলেন। অতএব, সময়ের বিবর্তনে ইসলামের শিক্ষা দূর দূরান্তে বিস্তৃতি লাভ করেছিল।

কাজেই ওয়াকেফাতে নও হিসেবে আপনাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা যা-ই হোক না কেন, কখনও নিজেদের মূল্য ও অন্তর্নিহিত শক্তিকে খাটো করে দেখবেন না। আপনারা যদি নিজ বাড়িতে সর্বোচ্চ মানের নৈতিক আদর্শ ও আচরণ স্থাপন করতে পারেন, তবে তা আপনাদের সন্তানদের মাঝে কেবল উৎকৃষ্ট নৈতিকতা ও দৃঢ় ঈমান সৃষ্টি করবে তা-ই নয়, বরং তবলীগেরও অনেক শক্তিশালী একটি মাধ্যম হিসেবে এটি কাজ করবে। আপনাদের উন্নত চরিত্র, সাধুতা, বিণয় এবং সত্য ভাষ্য অন্যান্য সাধু প্রকৃতির মানুষের হৃদয় ও মনমস্তিস্ককে আপনাদের দিকে আকৃষ্ট করবে। এরপর যখন আপনারা সরল-সুদৃঢ় পথে পরিচালিত হওয়ার জন্য দোয়া করবেন, আল্লাহ তখন আপনাদের দোয়া শুনবেন ও গ্রহণ করবেন। এভাবে ইনশাআল্লাহ আপনারা সেই প্রবেশপথ হিসেবে কাজ করবেন যেটি দিয়ে অনেক মানুষ ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করবে। অধিকন্তু আপনাদের কথা, কাজ ও উত্তম নৈতিকতা নিয়মিত ইসলামের বিরুদ্ধে উত্থাপিত সকল মিথ্যা আপত্তি ও সমালোচনাকে ব্যর্থ করে দিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে।

তদনুযায়ী, লাজনা বা জামা'তকে আপনারা সপ্তাহে কয়েক ঘণ্টা সময়ে দিয়ে আপনাদের অঙ্গীকারের দাবি আদায় করে ফেলছেন- এমনটি মনে করবেন না। বরং ওয়াকেফাতে নও হিসেবে আপনাদের কেবল নিজ বাড়িতে ইসলামি শিক্ষার আদর্শ স্থাপন করলেই চলবে না, বরং সেই শিক্ষাকে আপনাদের বন্ধুবান্ধব এবং আশেপাশে সবার মাঝে ছড়িয়ে দিবেন। একইভাবে যেই মেয়েরা এখনও স্কুলে, কলেজে অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত, জাগতিক শিক্ষা অর্জনই তাদের একমাত্র লক্ষ- এটা যেন তারা মনে না করে। এটা ঠিক, জাগতিক শিক্ষা অর্জনও অপরিহার্যভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এটি আপনার ব্যক্তিগত অগ্রগতি ও উন্নতির সোপান আর জামা'তকে উত্তমরূপে সেবাদানের ক্ষেত্রে এটি আপনাদের শক্তি জোগানো উচিত আর যুক্তিতর্কের মাধ্যমে ইসলামের বাণী প্রচারে ও এর সুরক্ষার ক্ষেত্রে আপনাদেরকে এটি আত্মবিশ্বাসী করে তুলবে।

অধিকন্তু, আপনাদের জ্ঞান

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

তুমি বল, 'হে রাজ্যাধিপতি আল্লাহ্! তুমি যাহাকে চাহ রাজত্ব দান কর এবং যাহার নিকট হইতে চাহ রাজত্ব কাড়িয়া লও।

(আলে ইমরান:২৭)

দোয়াপ্রার্থী: Golam Mustafa Sb., Berhampur, Murshidabad

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025 Vol-10 Thursday, 28 Aug 2025 Issue No.35

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

অর্জনের ফলে তাদেরকেও দাঁত ভাঙ্গা জবার দেওয়া যাবে, যারা দাবি করে ইসলাম নারী ও মেয়েদের শিক্ষা অর্জন বা ক্ষমতায়নকে মূল্যায়ন করে না। কাজেই আপনারা যখন পর্যায়ক্রমে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনা করতে থাকবেন, আপনাদের শিক্ষা কেবল মাত্র চাকুরি পাওয়া বা অর্থ রোজগারের একটি মাধ্যম এমনটি মনে করবেন না। বরং আহমদী ছাত্রছাত্রীদের মনে করা উচিত, তাদের পড়াশোনা ইসলামের অনিন্দ্যসুন্দর শিক্ষা ও নিজেদের নৈতিক মূল্যবোধের দৃঢ়তা প্রদর্শনের একটি সুযোগ। আপনাদের বন্ধু, শিক্ষক অথবা চেনাজানা মানুষদের কঠোর ভাষায় তবলীগ না করে বরং ভালবাসা, অনুগ্রহ এবং ইসলামের নৈতিক মূল্যবোধ তথা সত্যবাদিতা, সাধুতা, দয়া ও জীবনের প্রতিটি পদে পুণ্য অর্জনের কথা বলে তবলীগ করুন। আপনার যখন এ উচ্চপর্যায়ে উপনীত হতে পারবেন, তখন আপনারা নিজ ওয়াকফের প্রকৃত মর্ম পূরণকারী বলে গণ্য হবেন।

এ বিষয়ে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বেশ কিছু দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ তিনি (আ.) বলেছেন, যে নিজের জীবন ধর্মের জন্য উৎসর্গ করেছে সে যেন কখনও আলস্যের স্বীকারে পরিণত না হয় বা অমনোযোগী না হয়। বরং তাদের উদ্যমী, দক্ষ এবং কাজের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে। অতএব ওয়াকেফাতে নও হিসেবে দোয়া করুন যেন আল্লাহ আপনাদের আলস্য থেকে রক্ষা করেন এবং আত্মনিবেদন, পারদর্শিতা ও কর্মদক্ষতার সাথে নিজ ধর্মের সেবা করার সৌভাগ্য দান করেন। অধিকন্তু হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন, যারাই তাঁকে গ্রহণ করেছে তাদের কর্তব্য হল, আল্লাহর ঐশী নিদর্শনাবলি যেন অন্ধকারে অথবা কালের বিবর্তনে হারিয়ে না যায়, এ বিষয়টি নিশ্চিত করা। কাজেই নিজেদের আত্মজিজ্ঞাসা করে দেখবেন, আল্লাহর ঐশী নিদর্শনাবলি হারিয়ে যেতে না দেওয়ার উপায় কী?

আল্লাহ যে একজন জীবিত সত্তা, এটি কীভাবে প্রমাণ করবেন? একেবারে সহজ উত্তর–তাঁর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে! পাঁচ বেলার নামায সময়মতো ও অত্যন্ত বিণয় ও নিবেদনের সাথে আদায় করার মাধ্যমে আপনি তা প্রমাণ করবেন। কেবল মাত্র বড়দের সন্তুষ্ট করার জন্য বা দায়সারাভাবে দ্রুত নামায আদায় করে ফেলছেন–এমনটি যেন না হয়। ১০ বছর বয়সে নামায পড়া বাধ্যতামূলক হয়ে যায় আর আপনাদের অধিকাংশই সেই বয়সে পৌঁছে গেছেন। এজন্য আপনাদের অন্যান্য সকল ব্যক্তিগত কাজকর্মের ওপরে পাঁচ বেলার নামাযকে প্রাধান্য দিতে হবে। এমনটি করলে আপনারা কখনও কোন ক্ষতি বা অসুবিধের সম্মুখীন হবেন না। বরং আপনাদের নামাযের কারণে আপনারা পদে পদে সফলতা ও উন্নতির মুখ দেখতে থাকবেন। যদি আপনারা নিয়মিত নামায আদায়কারী হন, আল্লাহ আপনাদেরকে কল্যাণ মণ্ডিত করবেন আর আপনাদের পরবর্তী প্রজন্মকে সুরক্ষা করবেন।

এ বিষয়ে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন, কেউ যদি পুণ্যবান হয় আর আল্লাহর ইবাদতের হক নিষ্ঠার সাথে আদায় করে, তবে আল্লাহ স্বয়ং তার সকল চাহিদা পূরণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কাজেই আল্লাহকে প্রাধান্য দিলে ও তাঁর জন্য পার্থিব জগতে ত্যাগ স্বীকার করলে ক্ষতি বা কষ্টের সম্মুখীন হতে হবে–এ ভয় ঝেড়ে ফেলে দেন। আল্লাহ কখনও সেসব মানুষকে পরিত্যাগ করবেন না যারা তাঁর প্রতি সম্পূর্ণ আস্থাশীল আর তাঁর জন্য ত্যাগ স্বীকার করে। যতদিন তাদের ইবাদত আন্তরিক থাকবে, তিনি ততদিন তাদের অশেষ কল্যাণে ভূষিত করতে থাকবেন।

সুতরাং হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন আপনাদের ইবাদত লৌকিকতামুক্ত হতে হবে আর নিজেদের ইবাদতকে আমরা যেন কখনও বোঝা বা এমন কাজ হিসেবে আদায় না করি যেটা আমরা দায়সারাভাবে যত দ্রুত সম্ভব আদায় করে মুক্তি পাব। আল্লাহর এরকম ইবাদতের কোন প্রয়োজন নেই। অধিকন্তু হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) প্রত্যহ পবিত্র কুরআন পাঠ করার গুরুত্ব আর এর সর্বোৎকৃষ্ট ও সার্বজনীন শিক্ষা বাস্তবায়নে সচেষ্ট থাকার বিষয়টি বারংবার জোর দিয়ে উল্লেখ করেছেন।

আপনারা যদি কুরআনের জ্ঞান লাভ করেন, এটি কেবল মাত্র আপনাদের জীবনকে উপকারী ও উদ্দেশ্যপূর্ণ করে তুলবে তা–ই নয়, বরং এটি তবলীগের দুয়ারও উন্মুক্ত করে দিবে। কেননা এর মাধ্যমে আপনারা যুক্তিপ্রমাণের সাথে ইসলামের সপক্ষে কথা বলতে পারবেন। অধিকন্তু আপনারা যদি পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত আদেশ–নিষেধ মেনে চলেন এটি আপনাদের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উন্নতি সাধন করিয়ে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি আপনাদের সকল জাগতিক চাহিদা পূরণের মাধ্যমও হবে। এটি আপনাদের পরবর্তী প্রজন্মের নৈতিক প্রশিক্ষণকে সহজতর করবে।

(ক্রমশ..)

নুর হাসপাতাল (কাদিয়ান)-এর জন্য একজন সফ্‌টওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার চাই

শিক্ষাগত যোগ্যতা / অভিজ্ঞতা

(১) কম্পিউটারে কমপক্ষে **UG/PG** ডিগ্রি থাকতে হবে। (২) আপাতকালীন পরিস্থিতিতে কম্পিউটারের সমস্যা নিজে থেকেই সমাধান করার জন্য **Coding and Syntax+ Semantics** এর জ্ঞান থাকতে হবে। (৩) **Coding and Software Development** এর বিষয়ে অন্ততপক্ষে ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকা বাঞ্ছনীয়। (৪) প্রত্যাশীর বয়স ত্রিশের অধিক যেন না হয়। (পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ব্যতিক্রমের ক্ষেত্রে বিবেচনা করা যেতে পারে) (৫) প্রত্যাশীকে শারিরিকভাবে সুস্থ হতে হবে। ধর্মীয় ও নৈতিক অবস্থা উন্নত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এছাড়াও ভদ্র, রুগী ও সহকর্মীদের প্রতি সদয় হতে হবে।

জরুরী নির্দেশনা:

(১)ঘোষণার ২ মাসের মধ্যে যে সমস্ত আবেদন পত্র জমা পড়বে সেগুলি বিবেচিত হবে। (২) প্রত্যোশী নিজের আবেদন ফর্ম পূর্ণ করে জেলা আমীর/ স্থানীয় আমীর/ সদর জামাত/ সদর জামাত/ মুবাল্লিগ ইনচার্জ-এর সত্যায়ন ও স্বাক্ষরিত মোহর সহ নীচে দেওয়া ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন। (৩) কেন্দ্রীয় কর্মী নিয়োগ কমিটি দ্বারা আয়োজিত ইন্টারভিউয়ে উত্তীর্ণ হলে প্রত্যাশীকে নূর হাসপাতালে মেডিক্যাল ফিটনেস পরীক্ষায় নিজেকে সুস্থ ও সবল প্রমাণ করতে হবে। (৪) প্রত্যাশীকে কাদিয়ান যাতায়াতের খরচ নিজে বহন করতে হবে। (৫) ইন্টারভিউয়ের সময় আসল সার্টিফিকেটগুলি সঙ্গে রাখা আবশ্যক।

(নোট: লিখিত পরীক্ষা এবং ইন্টারভিউ -এর দিনক্ষণ পরে জানানো হবে।)

বিস্তারিত তথ্যের জন্য অফিসে কাজের দিনগুলিতে নিম্নলিখিত নম্বরগুলিতে যোগাযোগ করুন। (সময়: সকাল ৮টা থেকে দুপুর ২টা)

Nazarat Deewan, Sadr Anjuman Ahmadiyya Qadian, Gurdaspur, Punjab, Pin-143516

Phone: 01872-501130, Mobile: 9682587713, 988232530, 09682627592 [Email-diwan@qadian.in]

১৩০ তম বাৎসরিক জলসা কাদিয়ান

সৈয়্যেদনা হযরত আমীরুল মু'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ) ২০২৫ সালের জলসা সালানা কাদিয়ানের জন্য অনুমতি প্রদান করেছেন। জলসার দিনগুলি হল ২৬, ২৭ ও ২৮ শে ডিসেম্বর ২০২৫ (শুক্র, শনি ও রবিবার)। জামাতের সদস্যগণ এখন থেকেই দোয়ার সাথে এই মোবারক জলসায় অংশ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি আরম্ভ করে দিন। আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের সকলকে এই ঐশী জলসা থেকে কল্যাণ মণ্ডিত হওয়ার তৌফিক দান করুন। এই জলসা সালানার সার্বিক সফলতার ও বরকত মণ্ডিত হওয়ার জন্য এবং হেদায়েতের কারণ হওয়ার জন্য দোয়ায় রত থাকুন। জাযাকুমুল্লাহ্ ওয়া আহ্‌সানুল জাযা। (নাজির ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাজিয়া, কাদিয়ান)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir